SURI NATUK.

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা—ইমামগঞ্জ

সুলভযন্ত্রে
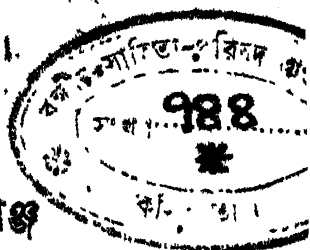
মুদ্রিত।

১৭৮৫ শক।

এই পুস্তক ঢাকা মগলটুলি শ্রীনন্দলাল বসাক এণ্ড কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য ।।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় আট বৎসর অতীত হইল কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়। প্রথমতঃ ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিবার কোন কল্পনাই ছিলনা। কিন্তু আমি এতত্‍ প্রণেতাকে ইহার মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত অনুরোধ করাতে তিনি আমাকে ইহার স্বত্ব দান করিয়া প্রকটনে করিতে অনুমতি করেন। আমি সুহৃদের শ্রমোপার্জিত কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নিজ ব্যয়ে ইহা প্রচার করিলাম।

ঢাকা
১২৭৩ সাল তাং
৩০ আষাঢ়।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা।

বর্ণিত ব্যক্তিগণের নাম।

যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব	পঞ্চপাণ্ডব।
ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধরাজা।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন বিকর্ণ	ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ।
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা।
বৃষকেতু	কর্ণের পুত্র।
শকুনি	দুর্য্যোধনের মাতুল।
ভীষ্ম	
দ্রোণ	অস্ত্রগুরু।
বিদুর	
কৃপাচার্য্য	

দুইজন ভদ্রলোক, খেলা, রাজমজুরগণ, ভরতসিংহ, বলবন্ত সিংহ ইত্যাদি।

দ্রৌপদী	পাণ্ডবদিগের মহিষী।
সরলা	দ্রৌপদীর সখী।
কুন্তী	পাণ্ডবদিগের মাতা।

চেটী, বুড়ী, ইত্যাদি।

দুষ্প্রাপ্য
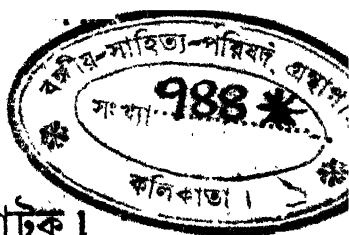
স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ, সভার মধ্যস্থিত গৃহ।

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

নকুল। যদ্বিধের্মনসি স্থিতং।

সহদেব। আজ্ঞে তাতো জানেন, তবে বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি?

নকুল। সত্য। কিন্তু এ সকল ভয়ানক উৎপাত দেখিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইতেছে। এ সকল কখনই নিরর্থক নয়। অকস্মাৎ উল্‌কাপাত, দশদিক্ অন্ধকার, বিনামেঘে বজ্রপাত, অকারণে অন্তঃকরণে ক্ষোভ, এসকল পণ্ডিতেরা রাজবিপ্লব, গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, মহামারী প্রভৃতি, অশুভের চিহ্নস্বরূপ কহিয়াছেন।

সহদেব। হাঁ, অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ বটে, কিন্তু ইহারা অমঙ্গলের কারণতো নয়। দেখুন সংসারে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, আমাদের অনিষ্টের মুখ্য কারণ, আমাদের স্বীয় ২ দুষ্কৃতি মাত্র। স্বোপার্জ্জিত ধন অবশ্যই ভোগ করিতে হইবেক, স্বহস্তরোপিত

বৃক্ষের ফল অবশ্যই ভক্ষণ করিতে হইবেক, আত্মকৃত শুভাশুভ অবশ্যই গ্রহন করিতে হইবেক। এনিয়মের অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নন। দেখুন দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এনিয়ম অতিক্রমণ করিতে পারেন নাই। স্বহস্তমথিতঅর্ণবোত্থিত হলাহল পান করিয়া কি তাঁহাকে নীলকণ্ঠ হইতে হয় নাই? তবে ভয়েরই বা বিষয় কি? চিন্তারই বা বিষয় কি? অপিচ দৈবকৃত অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন যে সকল অমঙ্গল উপস্থিত হয়, বাস্তবিক সেসকল অমঙ্গলই নয়, আমরা ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাহাদিগকে অমঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করি। দেখুন দৈবকৃত অমঙ্গলের মধ্যে মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক আর কিছুই নাই, কিন্তু বিবেচনা করিলে মৃত্যুকে অমঙ্গল জ্ঞানকরা আমাদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা মাত্র বোধ হইবেক। মর্ত্ত্যলোক অজর অমর হইলে প্রমত্ত মাতঙ্গাপেক্ষা প্রবলতর রিপুগণের অঙ্কুশস্বরূপ পরলোক-ভয় বিলুপ্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সুখ দুঃখ প্রভৃতি এককালে তিরোহিত ও জগৎ নিয়ম শূন্য হইত। আর এই সুচারু সংসারশৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া ছারখার হইত, আর অমরত্ব, যাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা সর্ব্বসুখের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করি, অনন্ত ক্লেশের কারণ হইত।

নকুল। ভাই! যাহা কহিলে যথার্থ বটে। সম্প্রতি তোমার সারবৎ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাভ্রপ্রায় আমার ভয়-বিচলিতচিত্ত স্থির হইল।

সহদেব। ভয় কি? মহাশয় মনস্থির করুন। আমরা যদি সৎপথে থাকি, অধর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে দেবদ্বিজপ্রসাদাৎ আমাদের কখনই অনিষ্ট হইবে না। বিশেষতঃ আমাদের রাজা, ধর্ম্ম, কায়মনোবাক্যে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, কখনই অশুভ ঘটিবেক না। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি মহারাজকে বিমর্ষ দেখিয়া আসিয়াছি, মহাশয় গিয়া সান্ত্বনা করুন।

নকুল। ভাল ভাই! যাহবারে তাই হবে, আমি এক্ষণে রাজার নিকটে যাই, বিশেষতঃ অনেক দীনহীন প্রজারা রাজদ্বারে দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের আবেদন শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য বিচার করিতে হইবে।

সহদেব। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমাদের উপর যে একটা ভয়ানক বিপদ ভীষণ বদনব্যাদান করিয়া আসিতেছে, আমি জ্যোতিষের দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু সে যে কি বিপদ কি প্রকারে আসিবে, আর কি উপায়দ্বারাই বা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইব, তাহার কিছুই উদ্দেশ পাইতেছি না। জগদীশ্বরের লীলা অচিন্তনীয়! বিশ্বযন্ত্র সঞ্চালনার্থে কি চমৎকার কৌশল সকলই করিতেছেন। অতি ক্ষুদ্র প্রাণী আমরাও অজ্ঞাতসারে সেই কৌশলের উপযোগিতা করিতেছি। অবশ্যই কোন মহাব্যাপার সম্পাদনের নিমিত্ত আমাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইতেছে। (নেপথ্যে গান—শোতিখিংহামে রঙমহলামে) এই যে, মধ্যমদাদা আসিতেছেন। হা! অনেকে আক্ষেপ করিয়া কহেন যে জগদীশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোক দিয়াও তাহার জ্যোতিঃ সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত রাখিয়া আমাদিগকে কূপমণ্ডূক স্বরূপ করিয়াছেন। কিন্তু কি চমৎকার! একবার কি ভ্রমেও বিবেচনা করেন না যে, বিশ্বরচনাতে বিশ্বের মঙ্গলই বিশ্বকর্ত্তার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগকে যে২ নিয়মে বদ্ধ রাখিয়াছেন, যে যে শক্তি ও যে যে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাহাই আমাদের শুভকর, তাহাই আমাদের মঙ্গলহেতু, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত। তদতিরিক্ত দুরাশামাত্র। আমরা শিশুগণকে যে নিয়মে আহার প্রদান করি, তাহাই তাহাদের সুপথ্য। তাহাদের স্বেচ্ছামত আহার দিলে কি অস্বাস্থ্যকর হয় না? আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে, ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবেক জানিতেছি, কিন্তু তাহাতে ফল কি? "লাভঃ পরমোদ্বেগোঽবধঃ" এই মাত্র। মধ্যমদাদা এবিষয় জ্ঞাত নন, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কি? নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছেন। আমার মত জ্যোতির্ব্বিদ্ নহেন, চিতা অপেক্ষা তাপপ্রদ চিন্তানলও তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে না। বলির ছাগের আশুমৃত্যুজ্ঞান হইলে কি তৃণ সে গ্রহণ করে?

(ভরত সিংহ ও বলবন্ত সিংহ দুই মল্লের সহিত শোতিথি হ্যাম ইত্যাদি গান করিতেং ভীমসেনের প্রবেশ।)

সহদেব। মধ্যমদাদা আস্‌তে আজ্ঞা হউক, মহাশয়! সংবাদ কি?

ভীম। (বলবন্ত মল্লের প্রতি) কেঁও জি বলবন্ত, সাকো গে?

বলবন্ত। মহারাজকা হুকুম, আওরকাঁ।

ভীম। পরসো যো দাওঁ শেখলায়া ইয়াদ্ হ্যায়?

বলবন্ত। হাঁ মহারাজ হ্যায়। ওস্ বরাস্ যাব মহারাজসে ছুট্টী লেকে বায়রাট আওর দ্রাবিড় আওর দ্রৌপাদ আওরং সবমুলুক দেখ্‌কে আয়া, দোহাই রামজীকে একো জওয়ান নজর না পড়া, যো মহারাজকে মোদ্দার হেলাওয়ে।

সহদেব। কি মধ্যম দাদা, ব্যাপার কি?

ভীম। (বলবন্তের প্রতি) আচ্ছা আপ্‌না বাত্‌তো কহো, সেকোগে ইয়া নেই?

বলবন্ত। কেঁও নাহি সাকেঙ্গে, মহারাজকে নেমাক্ খাতে নেই? মহারাজকে মোদ্দার ওঠানেওয়ালা কোই জয়ান রাহে তো হাম্‌সে লাঢ়ে।

ভীম। হামারা মোদ্দার হেলানে তোম্ বি তো নাহি সাক্‌তা?

বলবন্ত। কোন্ হাম? মহারাজকে সাম্‌নে উসরোজ মহারাজকে মোদ্দার হেলায়া নেই? ভালা ভরত তুতো কহো?

ভীম। হাঁ হেলায়াথা লেকেন মুসে সেরভার লছবি ছুটা থা।

বলবন্ত। হাঁ উহ তো থালি—

সহদেব। মধ্যম দাদা মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

ভীম। কেহে সহদেব, আরে ভাই আজ একটা বড় কৌতুক আছে, বিরাট রাজা কীচকের শিক্ষিত এক মল্ল পাঠাইয়াছেন, আর দর্প করিয়া কহিয়াছেন যে, ইহার তুল্য মল্ল যদি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকে, তবে ইহার সহিত যুদ্ধ করাইয়া কৌতুক দেখিবা।

সহদেব। বটে; যুদ্ধ কবে হবে?

ভীম। অদ্যই ইহার পরীক্ষা হবে (গান শোতিথী ইত্যাদি)

সহদেব। দাদা, এগান পেলেন কোথায়?

ভীম। কেন, গতরাত্রে দ্রাবিড়ী নর্ত্তকী এই গান দ্বারা রাজসভা মোহিত করিয়াছিল! তুমি কি কল্য সভায় ছিলে না? দেখনাই? মহারাজ এইগানে মোহিত হইয়া বামস্থিতা সস্মিতবদনা পাঞ্চালীর প্রতি বারম্বার সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সহদেব। এমন সুন্দর গান কি আর নাই?

ভীম। ওহে তৎকালে আমি সমুদায়ই শিখিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে এই অংশ বই আর স্মরণ হয় না।

সহদেব। অপরাধ মার্জ্জনা অনুমতি হয়, তবে এক নিবেদন করি।

ভীম। সচ্ছন্দে বল, আমার নিকটে কি তোমার অপরাধ হইতে পারে? (হস্তদ্বারা সহদেবের কেশ আমর্শন)

সহদেব। আজ্ঞে এ রাগিণী তো এ সময়ের নয়।

ভীম। ওঃ সকল রাগিণীই তো সুললিত। আমার যখন যাহা মনে উদয় হয় তাহাই গাই, আমি ও সকল গ্রাহ্য করি না। নকুল কোথায়?

সহদেব। আজ্ঞা তিনি এই মাত্র এস্থান হইতে গেলেন। কল্য অবধি যে সকল অমঙ্গলসূচক দৈবঘটনা হইতেছে তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ আছেন।

ভীম। হাঁ, আমি তা জানি আমার সঙ্গেও তাহার এ বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। ভাই সহদেব, আমি এ সকল বিষয় আন্দোলন করিয়া বৃথা চিত্ত বিচলিত করি না। হাঁ এ সকল উৎপাৎ অকস্মাৎ ঘটিতেছে বটে, আর ইহারা আসন্ন বিপদের চিহ্নও বটে, কিন্তু এ সকল চিন্তা করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের ফল কি? ইহারা যে কি বিপদের অগ্রগামী, তাহা জ্ঞাত নই, ও জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনাও নাই, হাঁ চিন্তাদ্বারা জানিতে পারিলে সে স্বতন্ত্র, নচেৎ চিন্তার ফল কি? আনন্দ কাল যাপন কর। বিপদ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারার্থে যথা-

যোগ্য উদ্যোগ করাই মনুষ্যত্ব, উদ্যোগী পুরুষই সিংহ। নচেৎ ভাবি-বিষয়ে হা হতোস্মি করা, কেবল উপস্থিত বিষয় নষ্ট করা মাত্র, অনধিকার চর্চ্চায় ফল কি ?

সহদেব। মহাশয়ের একথা শুনিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল, আমিও এই সকল চিন্তায় উৎকণ্ঠিত ছিলাম।

ভীম। আর ও সকল বিষয় মনে করিও না, আইস মল্ল ভূমিতে যুদ্ধের সজ্জা করিতে যাই (সহদেবের হস্ত গ্রহণ)

সহদেব। মহাশয়ের হস্তে কি ?

ভীম। কৈ ? (হস্ত দৃষ্টিপূর্ব্বক) ওঃ এক্ষত টা ? ও এক বড় কৌতুকের ব্যাপার হইয়াছিল। আমি সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি, দেখি যে নগরবাসিনী কুলাঙ্গনারা স্নানে গমন করিতেছে। ইতিমধ্যে রাজ-উদ্যানস্থ সেই বৃহৎ গণ্ডারটা রক্ষকের শিথিলতায় কোন প্রকারে পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া সেইদিকেই আইল, আর ঐ কুলনারীদিগের শ্বেতপীতলোহিতাদি নানা বর্ণের বসনদৃষ্টে ও তাহাদের সুমধুর মঞ্জীরধ্বনিতে বর্ব্বরের ন্যায় এককালে বিরক্ত হইয়া মহাবেগে তাহাদের দিকে ধাবমান হইল। কুটিলনয়নাগণ, রাজহংসীদল বুভুক্ষু শৃগাল দৃষ্টে যেরূপ ব্যস্ত হইয়া কলরব করে, তদ্রূপ কলরব করতঃ পলায়নপরায়ণা হইল। তন্মধ্যে একযুবতী গুরুনিতম্ব ভরে দ্রুত গমনে অশক্তা হইয়া পশ্চাৎ রহিয়া গেল, খড়্গী শাল্দাম্বরের ন্যায় ভীষণ-গর্জ্জন করিয়া তৎসমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল, হরিণাক্ষী যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ অবলোকন করতঃ ভয়ে চিত্রার্পিতাপ্রায় দণ্ডায়মান রহিল। আমি এতদ্দৃষ্টে দ্রুত যাইয়া গণ্ডারের খড়্গ ধারণ করিলাম। কিন্তু ধারণমাত্রই খড়্গ ভগ্ন হইয়া গেল, ইহাতে পশু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া আমার দিকে ধাবমান হইল। আমি বিপদ দেখিয়া এক মুষ্টিকাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিলাম। তৎকালে তাহার নাসাগ্রসংলগ্ন ভগ্ন খড়্গ আমার হস্তে লাগিয়াছিল।

সহদেব। কবীন্দ্র রাজবৈদ্যের নিকট হইতে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ভাল হয় না।

ভীম। কবীন্দ্র রাজবৈদ্য! কপীন্দ্র গো বৈদ্য। আমি তাহার নিকট ঔষধার্থে যাই, সে আমার আহার বন্ধ করুক; এখনি কহিবে, ক্ষতবশতঃ জ্বর জন্মে, নাড়ীতে কিঞ্চিৎ বেগ দেখিতেছি। অতএব "জ্বরাদ্যে লঙ্ঘনং পথ্যং" আমি লঙ্ঘন দিব? আমার বৈদ্যের প্রয়োজন নাই, চল রঙ্গভূমিতে যাই।

সহদেব। এখনও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন—

ভীম। কি! প্রাতক্রিয়াদি এখনও হয় নাই, এতক্ষণ কি কার্য্যে ছিলে? দেখ আমি স্নান পূজা প্রাতরাশ পর্য্যন্ত সকল সমাপন করিয়া আসিয়াছি। যাও শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আইস, আমি রঙ্গভূমিতে অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

—•◎•—

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজ অন্তঃপুর গৃহ।

(দ্রৌপদী সিংহাসনে উপবিষ্টা সরলা নাম্নী সহচরী কেশ বিন্যাস করিতেছে।)

সরলা। দেবি, যূথিকামালাতে অদ্য কবরীর কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে! নিদাঘাবসানে নবীন নীরদাঙ্কে সৌদামিনীর শোভাকেও বিড়ম্বিত করিয়াছে। আহা! গণ্ডপতিত অলকা গোছাটী কর্ণ পার্শ্বে তুলিবার প্রয়োজন নাই, অতি মনোহর হইয়াছে।

দ্রৌপদী। (সস্মিত বদনে) অয়ি সরলে, নীরদসৌদামিনীর শোভা কি তোমার এতই মনোহর বোধ হয়, যে তুমি আর উপমা পেলে না? তুমি ও উপমা আর ব্যবহার করিও না। ও উপমাত ভাল নয়।

সরলা। কেন এ উপমার দোষ কি? কবিরা বারম্বার এ উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, এ অতি সুকোমল ও সুশ্রাব্য।

দ্রৌপদী। সত্য বটে, কিন্তু আমার মিষ্ট বোধ হয় না, দেখ সকল বস্তুই প্রিয়, আর সকল বস্তুই অপ্রিয়, দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রিয়, অপ্রিয় হয়, অপ্রিয়ও প্রিয় হয়। নিদাঘকালে রবিকিরণে সন্তপ্ত দেহে অতীব সুখকর যে শীতল সুগন্ধ মলয়জ, হেমন্তাগমনে কে তার আদর করে?

সরলা। দেবি, আমি তোমার ভাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তোমার পূর্ব্ব ভাবের কি ভাবান্তর হইয়াছে, যে নীরদ সৌদামিনীর তুলনা তোমার অসহ্য হইল? আর তুমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছ, ও তোমার নেত্রসফরী অশ্রুনীরে সন্তরণ করিতেছে, ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে, আমাকে অকপটে বল।

দ্রৌপদী। সখি, ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমার চক্ষে পীড়া হইয়াছে তাহাতেই বুঝি জল পড়িতেছে।

সরলা। কই আমিতো তোমার চক্ষে কোন পীড়ার লক্ষণ দেখিতেছি না।

দ্রৌপদী। (চক্ষু মুছিতে২) তবে বুঝি চক্ষে বালি পড়িয়াছে।

সরলা। হাঁ তাই বটে, বালিই পড়িয়াছে বটে, চক্ষেরবালি বড় জ্বালা।

দ্রৌপদী। দেখ দেখি বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নির্গত করিতে পার কি না।

সরলা। ও বস্ত্রাঞ্চলের কর্ম্ম নয়ঃ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার সহিত তোমার ছলনা উচিত নয়, আর প্রয়োজনই বা কি? স্ত্রীলোকের ভাব কি স্ত্রীলোকের নিকটে গোপন থাকে? আমার নিকট তুমি কখন কোন কথা গোপন কর নাই, এক্ষণে এরূপ করাতে আমি মনোবেদনা পাই।

দ্রৌপদী। (সখীর কণ্ঠ ধরিয়া সজলনয়নে) সখি, বিবেচনা করিলে বস্তুতঃ আমার মনস্তাপের কোন কারণ নাই, আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক মাত্র। পঞ্চ পাণ্ডব আমার নাথ ও আজ্ঞানুবর্ত্তী, বৈকুণ্ঠনাথ আমার সখা, দেবাসুর যক্ষরক্ষ কিন্নর-নরগণ পূজিত মহারাজা যুধিষ্ঠিরের পট্টমহিষী আমি, তথাপি স্ত্রীবুদ্ধিপ্রযুক্ত সপত্নী ঈর্ষাতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

সরলা। তোমার এরূপ ঈর্ষা অতি অসঙ্গত, বল দেখি তোমার ন্যায় স্বাধীনভর্ত্তৃকা আর কে আছে? হিড়ম্বা ঠাকুরাণী তো আপন পুত্র গৃহে বাস করেন, স্বামীর সহ—"

দ্রৌপদী। না না, হিড়ম্বার প্রতি আমার ঈর্ষা বা দ্বেষের লেশমাত্রও নাই। বরঞ্চ তাঁহার আমার প্রতি সপত্নীভাবে ঈর্ষা করা সম্ভব, কারণ আমার বিবাহের পূর্ব্বে মধ্যম পাণ্ডবের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়।

সরলা। তবে আর কে? কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রা?

দ্রৌপদী। সখি, আর কেন আমাকে দগ্ধ কর? সুভদ্রাহরণ কালে পার্থের সহিত অকূল কূলস্থ বালুকাপেক্ষাও অসংখ্য যদুবংশের যুদ্ধে সুভদ্রা পার্থের সারথি ছিল; যে দূত আসিয়া রাজার নিকট সকল বিবরণ বলে, সে কহিয়াছিল যে প্রথম যুদ্ধেই জলদবরণ পার্থ ক্রোড়ে তড়িৎ বরণী সুভদ্রার অনুপম শোভা দৃষ্টে যাদবগণ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি ও উপমা আমার বিষসদৃশ বোধ হয়।

সরলা। ভাল দেবি, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি যে পঞ্চপাণ্ডব যদি প্রত্যেকে একং শত বিবাহ করে তথাপি তোমার সদৃশ কেহই হইবেক না। এই যে ন ভূত ন ভবিষ্যতি রাজসূয় যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্রে তোমারই কেশ অভিষিক্ত হইয়াছিল, হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সম্রাটগণ দ্বারা তুমিই বন্দিতা হইয়াছিলে। ঐরূপ কি আর কাহারও হইবার সম্ভাবনা?

দ্রৌপদী। সকলই সত্য বটে, কিন্তু কি জানি, কল্য অবধি আমার মন কেন এমন হইতেছে? আমি মন স্থির করিতে পারিতেছি না, সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি। বিশেষতঃ গতরাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তদবধি চিত্ত আরও ব্যাকুল হইতেছে।

সরলা। কি স্বপ্ন আমাকে বল দেখি?

দ্রৌপদী। আমি যেন এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছি, অকস্মাৎ দেখি, যে এক বৃক্ষস্কন্দে এক সিংহ সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে, তাহারি অনতিদূরে একটা শৃগালদ্বারা একটা সিংহী অপমানিত হইয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ ঐ সিংহের প্রতি বার২ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সিংহ এতাবদ্দৃষ্টে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল রহিয়া এক একবার শৃঙ্খলের প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। এমতকালে দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ এক ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন, আর আমার বোধ হইল যে সিংহের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের আকৃতি হইল। আমি এতদ্দৃষ্টে সম্ভ্রমে যেমন পলায়ন করিব হঠাৎ উছট লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই অবধি আমার মন অস্থির হইতেছে।

সরলা। ভাল তুমি এ স্বপ্নের কি অর্থ করিয়াছ?

দ্রৌপদী। আমি ইহার কোন অর্থই করিতে পারিনাই, সুভদ্রা কর্ত্তৃক আমার অপমান—"

সরলা। না না, ও তোমার মনের বিকারমাত্র। যাহাহউক যদিও এ দুঃস্বপ্ন বটে; কিন্তু ইহাতে দুইটী সুলক্ষণ আছে। সিংহের সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধপ্রযুক্ত সুবর্ণ দর্শন আর ব্রাহ্মণ দর্শন। আর ও সকল বিষয় আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। গত রাত্রে রাজসভাতে কেমন গান শ্রবণ করিলে বল দেখি?

দ্রৌপদী। আহা কিবা গান! একটাও শ্রবণ যোগ্য নয়। রাগতাল দুই শুদ্ধ প্রায়ই নাই।

সরলা। কেন, মৈথিলী গায়কী শঙ্করায় যে দুই গান করে—"

দ্রৌপদী। ছি! ওর নাম কি শঙ্করা, শঙ্করা কাহাকে বলে তাই তার বোধ নাই। প্রতিবার তাল লইলেই বেহাগের ঘরে আসিয়া পড়ে। বরঞ্চ বঙ্গদেশীয় নর্ত্তকী, ঝিঁঝিট, সিন্ধু, খাম্বাজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ রাগিণীর যে কয়েকটী গান করিয়াছিল, বড় মন্দ নয়। অন্যান্য গুণ যত থাকুক বা না থাকুক, গানগুলির ভাব বড় মন্দ নয়।

সরলা। আমি তৎকালে নিদ্রাতুর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলাম, অতএব সে গান শুনিনাই, শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, তুই একটা কি মনে আছে?

দ্রৌপদী। কি জানি বোধ করি থাকিলেও থাকিতে পারে (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) হাঁ একটা মনে পড়িতেছে

(গীত রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া তেতালা)

প্রাণ সঁপিয়াছি যারে,
সেতো না ভাবে আমারে।
জীবনে কি প্রয়োজন,
সে যে অনুগত পরে।
হোয়ে তার প্রেমাধীন,
সদা তুষি নিশিদিন,
তথাপি সে ভাবে ভিন,
এযন্ত্রণা কব কারে।
নানা ছলে কথা কোয়ে
প্রেমপাশ গলে দিয়ে,

গেল মরম ভেদিয়ে

ফেলে অকূল পাথারে ॥

সরলা। এগানটী সুললিত বটে, আর কি মনে আছে?

দ্রৌপদী। হাঁ, আরও একটা মনে পড়েছে শুন।

(গীত রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান)

কেবল কথায় নাকি যায় কভু প্রেম রাখা।

জল বিনে পিপাসিত প্রবোধ কি মানে সখা ॥

প্রথমেতে প্রাণনাথ,

সোহাগ বাড়ালে কত,

এখন সে ভাব যত,

হলো কি চখেরি দেখা।

যাহবার তাই হলো,

প্রেম ভ্রম ফুরাইল,

শেষমাত্র এই হলো,

দেহেতে জীবন রাখা।

সরলা। গান দুটী ভাল বটে, আর বোধ করি তোমার মনের ভাবের সহিত ভাবের ঐক্য থাকা প্রযুক্ত তোমাকে বিশেষ ভাল লাগিয়াছে।

বুড়ীর প্রবেশ।

বুড়ী। মা গোমা কি জ্বালা! কি কপালের লিখন! চারদণ্ডের তরে সোস্তি নাই, যেদিকে যাই সেইদিকেই বুড়ী বুড়ী বুড়ী! আমর বুড়ীর যেন কি দেখেছেন, তাই নড়েচড়ে বুড়ীর এতেই হাত, বুড়ী যেন ওঁদের ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো, মরণও নাই যে মরো দুদণ্ড জুড়াই। পোড়া যম যেন ভুলে রয়েছে, পেটভা ভরেখাই, কি দুদণ্ড শুই এমন সাধ নাই, বুড়ো বয়েসে কপালে এইছিল, চিরকালটা জ্বলেপুড়ে মলুম!

[হাউ হাউ করিয়া রোদন।

দ্রৌপদী। ও বুড়ি! কি কি কাঁদ কেন?

বুড়ী। ওমা! যেদিকে যাই সেইদিকেই এই বাজনা, এই বাদ্দি, এই নাচ, এই গান, বাপরে বাপ! একবার থির নাই, মেয়েগুলি সব এক২ খিঙ্গি, এক২ জমার এক২ নবরঙ্গের ভাব।

দ্রৌপদী। ওগো, কেন এত রাগ কেন?

বুড়ী। আমর! ইনি আবার কে? যাও মেনে বুড়ীর সঙ্গে আর রঙ্গের দেইনি, তিন কাল গে এককালে ঠেকেছে, আমার আর রস নেই।

সরলা। (বুড়ীর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে) ও বুড়ী চিনতে পারো নাই মহারাণী যে।

বুড়ী। (দ্রৌপদীর মুখের নিকট দৃষ্টি করিয়া) ওমা রাজলক্ষ্মী আমার! তোমার বলাইনে মরি,আ মুখে আগুণ! পোড়া মুখে নুড়ো জেলে দি।

[দ্রৌপদীর চিবুকে হস্ত দিয়া বারম্বার চুম্বন।

দ্রৌপদী। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক) কার মুখে নুড়ো জ্বেলে দাও, আমার?

বুড়ী। ও আমার বেটের বাছা! বাঠ২! (আপনার কেশহীন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই আমার মাথার যত চুল তত আই হোগ, হাতের নো বজ্জর হোয়ে থাকুক, পাকা মাথায় সিন্দুর পর, হে পরমেশ্বর! রাজমাতা হও, নাইতেও যেন কেশ ছেঁড়েনী, পায় যেন দুব্বোর অকুর ও কো-

টেনা। বুড়ীর আর কেউ নাই মা, তোমা বই বুড়ী বল্যে কেউ জিজ্ঞাসা করেনা মা, বুড়ী বল্যে সব্বাই হেনস্তা করে।

(হাউ২ করিয়া রোদন)

চেটীর প্রবেশ।

চেটী। মা ঠাকুরুণ! অর্জ্জুনদেব পুষ্পগৃহে আসিতেছেন।

বুড়ী। (চেটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আমর ছুড়ী মর, চুলোয় যা গোল্লার যা, ভাতার পুতের মাতা খা, চোকের মাতাখাকী, সাতগতরখাকী আমায় দেখ্‌লে আবার ন্যাকরা বাড়ান। এই কি বল্যে গেল।

দ্রৌপদী। না, ও তো তোমায় কিছু বলে নাই।

(চেটীর গমন, দ্রৌপদীর দৃষ্টির বহির্গত হইয়া বুড়ীর প্রতি মুখ বিকৃতি করিয়া পলায়ন)

বুড়ী। ওই তো ভালখাকী রাঁড়ী আমায় মুঁখ ভেঙ্‌চে গেল, আমর! "এখন রোঝোনা যৌবনের ভরে, পশ্চাৎ কাঁদবি অজ্জর ঝরে।"

সরলা। (বুড়ীর কর্ণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে) ওলো নালো তোরে কিছু বলে নাই, অর্জ্জুনদেব আসিতেছেন তাই বলে গেল।

বুড়ী। ওমা তবে আমি যাই, কি লজ্জার কথা, তিনি আমাকে অই কথা বল্‌তে পাঠিয়েছিলেন, ঐ ছুঁড়ি ঠেঙ্গরে ভেঙ্‌চে আমায় সব ভুলিয়ে দিলে; কি লজ্জা কি লজ্জা!!!

[বুড়ীর প্রস্থান।

সরলা। দেবি! আমি তবে এক্ষণে যাই।

দ্রৌপদী। না সখী, যাবে কেন, যেওনা, আমার সঙ্গে এসো।

সরলা। আমার বিশেষ কর্ম্মান্তর আছে।

দ্রৌপদী। কি কর্ম্ম?

সরলা। পরে নিবেদন করিব।

[সরলা ও দ্রৌপদীর ভিন্ন২ পথে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পুষ্পগৃহে দ্রৌপদী উপবিষ্টা, অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

দ্রৌপদী। (দণ্ডায়মান হইয়া) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আদ্য কি সুপ্রভাত! একি, আকাশের চন্দ্র যে ভূমিতে উদয়! লোকে ডুমুরের ফুল অতি অসম্ভাবনীয় অলীক পদার্থের মধ্যে গণনা করে, আজকাল আপনিও প্রায় সেই ডুমুরের ফুলের ন্যায় হইয়াছেন। অহো! আমি জাগৃত, কি স্বপ্ন দেখিতেছি?

অর্জ্জুন। (সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দ্রৌপদীর হস্ত ধরিয়া) বস২, আমি স্বীকার করিতেছি যে নানাবিধ কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকাপ্রযুক্ত দুই দিবস সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। আমি এ অপরাধে অপরাধী আছি বটে, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত জানি যে শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কখনই নিরাশ হইব না, আর প্রিয়ে! আমি যেখানে থাকি না কেন, তোমাছাড়া কখনই নই, আমার হৃদয়রাজ্যের রাজ্ঞী তুমি, হৃদিমধ্যে নিরন্তর বিরাজিতা রহিয়াছ। দেখ

পর্ব্বত শেখরে শিখী, নৃত্য করে হয়ে সুখী.
গগণেতে নবঘন, দরশন করিয়া।
লক্ষান্তের দিনমণি, দেখে ফুটে কমলিনী
যে ধনী সারা যামিনী, ছিল ক্ষুণ্ণা হইয়া।
দিলক্ষ যোজন অন্তে, হেরি নিজ প্রাণকান্তে

কুমুদিনী ফুল্ল হয়, প্রেম আশা করিয়া।
অতএব শুন বলি, যে যার মনের অলি,
যথায় থাকুক আছে, কাছে সেই বসিয়া।

দ্রৌপদী। (স্বগত) ওই গুণেইতো বাঁধা আছি, যাহাকে নয়ন পথের অতিথি করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়; যাহার অমিয় বচন অনন্ত-কাল শ্রবণ করিলেও আকাঙ্ক্ষা নিবারণ হয়না; যাহাকে “আমার” শব্দ প্রয়োগ করণ সুখের অনুকরণ মাত্র কৈবল্যসুখ, আহা! সে আমার হইয়েও আমার হলোনা? তার মনোরাজ্যে অধিকারী হইয়ে একথণ্ডে অন্যের অধিকার রহিল? এ সুধার ভাগ কি অন্যকে দেওয়া যায়? এ ধনে কি অশাংশী চলে?

অর্জ্জুন। কেন মৌনে রহিলে কেন? আর কি হেতুই বা ভাবান্তর দেখিতেছি? মনের মালিন্য দূরকর (সিংহাসন পার্শ্বে পুষ্পপূর্ণ পুষ্পাধার; দেখিয়া) দেখ দেখি ঐ উৎফুল্ল মল্লিকাতে একটী মধুপ বসিয়া কি মনোহর শোভা করিয়াছে!

দ্রৌপদী। তোমারই মনোহর বোধ হইতেছে, তুমিই শোভা দেখিতেছ, নিজ অনুরূপ দেখিয়া তোমারই মনোরঞ্জন হইতেছে। আমার কেন হইবেক? বরঞ্চ আমার বিবেচনায় ঐ ধূর্ত্ত নির্দয় লম্পট ষট্পদকে মল্লিকা হইতে দূর করাই উচিত। উহার প্রণয়ানুরাগিণী প্রেমাধীনী নলিনীকে বঞ্চনা করিয়া কি অন্য পুষ্পে মধুপান করা উহার উচিত? ছি ছি পুরুষজাতিই এইরূপ বিশ্বাসঘাতক।

অর্জ্জুন। প্রিয়ে, মধুব্রতের প্রতি অকারণ অনুযোগ করিতেছ। সেতো নলিনীর সহিত বঞ্চক বা শঠের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেনা—ঐ দেখ ও মল্লিকা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এখনি গিয়া পুনরায় পদ্মমধুপানে নিমগ্ন হইবেক। ইহাতে অনাদর বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ না হইয়া বরঞ্চ মধুকর প্রিয়ার গৌরব বৃদ্ধিই করিতেছে এমত বুঝায়, কারণ যদিও কমল ভিন্ন

শত কোটি অন্য পুষ্প আছে বটে, তথাপি ভ্রমর আর কোন পুষ্পে তুষ্ট না হইয়া সকলকে অবজ্ঞা করিয়া একা কমলিনীকেই নিজ প্রাণ মনসমর্পণ করিয়াছে।

দ্রৌপদী। হাঁ, তুমিতো বল্‌বেই।

অর্জ্জুন। কেন ধনি, আমি অসঙ্গত কি বলেছি? আমার কথায় তুমি কি দোষারোপ করিতে পার?

দ্রৌপদী। তোমার সহিত বাক্‌ চাতুরীতে আমিতো সমর্থ নই। যাই বল আমি স্ত্রীলোক, কমলিনী আমার স্বজাতি; বিশেষতঃ আমাদের তুল্য দুর্দ্দশা; অতএব কমলিনীর দুঃখে আমাকে স্বভাবতই কাতর হইতে হয়। তুমি পুরুষ, অবলাকে বঞ্চনা করা তোমাদের জাতীয় স্বভাব; তুমি যে ভ্রমরের পক্ষ হবে সেও আশ্চর্য্য নয়।

অর্জ্জুন। চার্ব্বঙ্গি! ভ্রমরের প্রতি এত অনুযোগ কেন? এদের দোষ কি? আর নলিনীর সহিত তুমি সমব্যথ কেন?

দ্রৌপদী। বটে২ পুরুষের দোষ কি? ওমা, আমি কোথা যাব? তা বলবেইতো? আশ্রিত সরলা অবলাগণকে প্রতারণা করাতো তোমরা দোষের মধ্যে গণ্য করনা। বরঞ্চ সে তোমাদের পৌরুষের মধ্যে গননীয়। তোমরা ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের মর্ম্মভেদ কর, স্বচ্ছন্দে বাক্‌ কৌশলে বি-শ্বাস জন্মাইয়া পরে অবসর পাইলে সর্ব্বনাশ কর। কিন্তু একবারও মনে করনা যে তোমাদের পক্ষে ক্রীড়াবটে; কিন্তু আমাদের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশ কর। তোমরাই যথার্থ পয়োমুখ বিষকুম্ভ। " আমি তোমার দাস " " আমি তোমার বই আর কারো নই " ইত্যাকার কয়েকটী বচন দ্বারা অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোককে ভুলাও। তোমাদের একধন্য শতেক ধন্য। আর আ-মাদেরও ধিক যে বারম্বার বঞ্চিত হইয়াও এরূপ শূন্যগর্ভ বাক্যে আবার ভুলি।

অর্জ্জুন। বরাননে! যদি তুমি নিরপেক্ষ হইয়া বিচার কর—"

দ্রৌপদী। ক্ষমাকর, আর আমার নিরপেক্ষতায় কাযনাই, বিচারেও কায নাই। আমি যা শুনিয়াছি তাই যথেষ্ট, আর কেন?

অর্জ্জুন। হরিণাক্ষি! তথাচ একবার শুনা উচিত, না শুনিয়া দণ্ড করা অবিধি।

দ্রৌপদী। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া অর্জুনের হস্ত আপন হস্ত হইতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) যাও মেনে, কতরঙ্গই জান, আমি আবার তোমার দণ্ড করিব? তোমাকে দণ্ড করিবার আমার কি অধিকার আছে? যখন ছিল তখন ছিল, এক্ষণে যার আছে তার আছে। ভাল পুরুষের পক্ষে তোমার কি বক্তব্য আছে বল শুনি।

অর্জ্জুন। প্রেয়সি! পুরুষ শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমাদের অধীন। অনুগত বিবেচনায় তাহাদের দোষ মার্জ্জনা করাই তোমাদের মহত্ত্ব। দেখ, পুরুষের বল বুদ্ধি পরাক্রম সকলেরই আধার তোমরা। কবির কবিত্ব বীরের বীরত্ব সকলই তোমরা। কমল কুমুদ কহ্লার শোভিত সরোবরের কি সাধ্য, পুন্নাগ নাগ কেশর দ্বারা পুষ্পিত, কোকিলকূজিত উপবনের কি সাধ্য, রাকাশশিশোভনা গতঘনা যামিনীর কি সাধ্য, যে বিনা কামিনী, কবির মনে কবিত্ব রসের সঞ্চার করে? অশ্বের হ্রেষা, রথচক্রের নির্ঘোষ, রণবাদ্যের ধ্বনি, কি বীরের মনে সাহস দিতে পারে? কিন্তু দেখ তোমাদের কটাক্ষ মাত্রে মৃত দেহও সজীব হয়। তোমার স্বয়ম্বর কালে আমি যে সসৈন্য একলক্ষ নৃপতিকে একক পরাজয় করি, সে কার বলে? তৎকালে আমার সাহস বল বুদ্ধি সকলই তুমি ছিলে, সে দুস্তররণসিন্ধু উত্তরণে ধ্রুবতারা তুমিই ছিলে, তোমার সাহসপ্রদকটাক্ষ না থাকিলে আমার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত হইত। আমার কি ক্ষমতা যে আমি সেরূপ যুদ্ধ করি?

দ্রৌপদী। (অর্জ্জুনের বক্ষে মস্তক রাখিয়া) আমি তো পূর্ব্বেই কহিয়াছি তোমার সঙ্গে কথায় আঁটিবনা। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদুকুলের সহিত কার কটাক্ষবলে যুদ্ধ করে ছিলে?

অর্জুন। (দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া অধর চুম্বন পূর্ব্বক) সে তোমারই দাসীর কটাক্ষে।

চেটিকা। (প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি) মহারাজ, মহাশয়কে স্মরণ করিয়াছেন, লোক তত্ত্ব করিতে আসিয়াছে কি উত্তর দিব?

অর্জ্জুন। (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই শীঘ্রই পুনরায় আসিতেছি (পুনরায় অধর চুম্বন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের গমন)

দ্রৌপদী। (স্বগত) জন্ম জন্মান্তরীয় কত পুঞ্জ২ পুণ্যফলে এরূপ পতি পাইয়াছি। হে জগদীশ! যেন জন্মান্তরে এমনি পতি পাই।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা রাজপুরস্থ গৃহ।

ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে উপবিষ্ট, দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। কেহে?

দুর্য্যোধন। (অভিবাদন পূর্ব্বক) পিতা প্রণাম করি।

ধৃতরাষ্ট্র। কেও দুর্য্যোধন? এসো তাত এসো, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শীতল করি, নিরাপদ ও দীর্ঘজীবী হও (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) অনেক দিন অবধি হস্তিনা তোমা বিহীনে অন্ধকার রহিয়াছে, ইন্দ্রপ্রস্থে এতদিন বিলম্ব কি নিমিত্তে হইল, শারীরিক কুশল বল; আর যজ্ঞইবা কেমন দেখলে, সমারহ কিরূপ হইয়াছিল, কোন্২ রাজারা উপস্থিত ছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সকলের কি প্রকার সমাদর করিলেন; সবিশেষ বৃত্তান্ত বল।

ধৃতরাষ্ট্র। কেন দুর্য্যোধন নিরুত্তর রহিলে কেন? (শরীর স্পর্শ পূর্ব্বক) তোমার শরীর এত উষ্ণ কেন? কম্পও হইতেছে, ঘন২ শ্বাস বহিতেছে, ইহারই বা কারণ কি? জ্বরের ন্যায় লক্ষণ দেখিতেছি।

দুর্য্যোধন। (গদ গদ স্বরে) পিতা, চিন্তা জ্বরো মনুষ্যানাং—

ধৃতরাষ্ট্র। (ব্যগ্র হইয়া) চিন্তা! সে কি? তোমার চিন্তা কিসের?

শকুনি। মহারাজ আপনি দুর্য্যোধনকে দেখিতে পানন। কিন্তু সে একেকালে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, দিন২ ক্রমশই হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতেছে, সর্ব্বদাই বিরস বদনে অন্যমনস্ক হইয়া একান্তে থাকে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেনা, আহার নিদ্রা প্রায় বর্জ্জিত হইয়াছে, এরূপে শরীর রক্ষা হওয়াই ভার।

ধৃতরাষ্ট্র। কেনং কি জন্য দুর্য্যোধন এমন হয়েছে? কেন দুর্য্যোধন তোমার কিসের অভাব, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, ধন রত্ন বস্ত্র অলঙ্কার দাসদাসী অশ্ব হস্তী রথ আমার ভাণ্ডারে কোন দ্রব্যের অভাব। তোমার মনে যাহা বাসনা থাকে তাহাই পূর্ণকর। তোমার দুর্ভাবনার বিষয় কি? দুর্য্যোধন, বিধাতা আমাকে অন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তোমার জন্মাবধি আমার বিধিকৃত অন্ধত্ব দূর হইয়াছে, আমি চক্ষুষ্মান হইয়াছি, তুমিই আমার চক্ষু স্বরূপ, তোমার বিরস বদন শুনলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, অতএব তাত! অকপটে তোমার হৃদয় ব্যক্ত কর।

দুর্য্যোধন। পিতা, ধন রত্ন ঐশ্বর্য্যে হস্তিনাপুরী পরিপূর্ণ যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা কিয়দ্দিন হইল সত্য ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। তোমার সেই স্বর্ণময় হস্তিনা এক্ষণে দরিদ্রতা ও হীনতার আবাস হইয়াছে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞাবধি রাজ্যশ্রী ও রাজলক্ষ্মী হস্তিনা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন, অথবা পাণ্ডবের অনুগত অদৃষ্ট পাণ্ডবের প্রীত্যর্থে এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় রাজলক্ষ্মী সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার শতসূর্য্য অপেক্ষা প্রভা ও নির্ম্মল শোভা দৃষ্টে আপনকার হস্তিনার বৃদ্ধা রাজলক্ষ্মী ম্রিয়মানা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পিতাঃ ধনী ও দরিদ্র এই দুই শব্দ কেবল পরিমাণের উপর নির্ভর করে, আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যতক্ষণ না দেখা যায় ততক্ষণই নিজ গৌরব থাকে, কিন্তু "উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি।"

ধৃতরাষ্ট্র। অহো, এতক্ষণে বুঝিলাম, পাণ্ডবদের সামান্য ঐশ্বর্য্য তুমি ঈর্ষারূপ অনুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্টি করিয়া অতি বৃহৎ জ্ঞান করিয়াছ, ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া দৃষ্টি করিলেই তোমার ভ্রম বশতঃ যে ক্লেশ তাহা দূরীকৃত হইবেক।

দুর্য্যোধন। পিতা, রাজসূয় যজ্ঞে আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি তাহা কর্ণে শ্রবণ করিয়া যদি মহাশয় আমার ন্যায় ভাবাপন্ন না হন

তবে আমি ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া অল্পকে বৃহৎ জ্ঞান করিতেছি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা যথার্থ—পিতা! যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি", চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতিত কেবল বর্ণনা মাত্র শ্রবণে বিশ্বাস হইতে পারেনা, অত্যুক্তি মাত্র বোধ হয়। সাগরান্ত মহি তলস্থ যত রাজ চক্রবর্ত্তিগণ যিনি য়েখানে থাকেন সকলেই পাণ্ডবদের অধীন, পুরস্থ, ভুক্ত ভৃত্যের ন্যায়, সসৈন্যে মণি মুক্তা রত্ন প্রবাল রজত কাঞ্চন হয় হস্তী দাস দাসী ইত্যাদি সকল উপঢৌকন লইয়া সভাতলে গললগ্ন কৃত্তবাসে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক, মাসাবধি, কেহবা দুই মাস, কেহ বা তিনমাস পর্য্যন্ত রাজদর্শনাভিলাষে দণ্ডায়মান। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় মিথিলা মগধ বিরাট পাঞ্চালপ্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজগণ নীচ বৈশ্যের ন্যায় সভাতলে উপবিষ্ট। এতদ্ভিন্ন সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিলোকবাসী সকলেই আগমন করিয়াছিলেন। আর দুরন্ত বর্ব্বর ভীমসেন ইহাদিগকে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কতই করিয়াছে। সে সকল ইহাঁরা কেবল সহ্য করিয়াছিলেন এমত নহে বরঞ্চ তাহাতে গৌরব জ্ঞান করিয়াছিলেন। একদা পূর্ব্ব দেশীয় দুই রাজা বহুদিবসাবধি দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজ দর্শন না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন ভীমসেন পথ হইতে আপন অনুচর দ্বারা তাঁহাদিগকে আনাইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিলেক। আর একদিবস অপর এক রাজা কোন এক ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়াছিলেন, ভীম তাহাকে ধৃত করিয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনান্তর শূলে দিতে আজ্ঞা দিলেক, কেবল বাসুদেবের অনুরোধে অতি কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ এই সকল দুঃসহ ব্যাপার চক্ষে দেখিয়া রাম কি গঙ্গা কোন বাঙ্ নিস্পত্তি করিলেন না। কাপুরুষের ন্যায় স্বচ্ছন্দে অম্লানবদনে রহিলেন। কি আশ্চর্য্য! ক্ষত্রিয়ত্ব, বীরত্ব, সকলই কি পাণ্ডবদের প্রতাপে লুপ্ত হইয়াছে? প্রতাপের কথা কহিলাম, ধন ও ঐশ্বর্য্যের কথা কি কহিব? পাণ্ডবেরা কুটিল কুচক্রী কু-

ক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে আপনাদের ঐশ্বর্য্য দর্শন করাই-বার নিমিত্ত আমার হস্তে ভাণ্ডার সমর্পণ করিয়াছিল। সে ভাণ্ডার বর্ণনাতীত। সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত অয়স্কান্ত নীলকান্ত আদি মণি সকল, গজ মুক্তা হীরক প্রবলাদি দুর্মূল্য রত্নসমূহ, স্থানে স্তুপেং পর্ব্বতাকার রহিয়াছে। স্বর্ণ রজত যথার্থই অসংখ্য; লক্ষ, কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, ইত্যাদি কোন সংখ্যাতেই তার ইয়ত্তা হয়না। এসকল ধন আমি স্বহস্তে অবাধে দান করিয়াছি। প্রথম আমি মনে করিলাম যে পাণ্ডবেরা যেমন কুটিল ভাবে আমার হস্তে ভাণ্ডার সমর্পণ করিয়া দানের ভার দিয়াছে, আমি অপরিমিত দান দ্বারা শীঘ্রই ভাণ্ডার শূন্য করিয়া তাহাদের অপমান করিব, যে আর যেন দানশৌণ্ডতার গর্ব্ব না করে। কিন্তু পিতঃ কি আশ্চর্য্য! আমি যত দান করি ভাণ্ডার শূন্য হওয়া দূরে থাকুক, কি অচিন্তনীয় উপায় দ্বারা যে অর্জ্জুনের অক্ষয়তূণের ন্যায় ভাণ্ডার সততই পূর্ণ থাকে, তাহা কিছুই নিরাকরণ করিতে পরিলাম না। একদিকে এক ব্রাহ্মণকে আমি কুবেরের সম্পত্তি বিতরণ করি, অন্যদিকে এক রাজা তার শতগুণ উপঢৌকন দ্বারা ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে। এইরূপ কত রাজা কত দিগ্বিদিক হইতে উপঢৌকন দিতেছে তাহার অন্তও নাই বিচ্ছেদও নাই। আর পিতঃ ব্রাহ্মণভোজনের কথা কি কহিব? বিবেচনা করুন লক্ষেক ব্রাহ্মণভোজন হইলে একবার শঙ্খধ্বনি হয়, এরূপ লক্ষেক শঙ্খ প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ প্রকারে কটুকশায় অম্ল তিক্ত লবণ মধুর প্রভৃতি ষড়রসে ভোজিত, বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক সেবিত, বাসনাতীত দান প্রাপ্তে সন্তোষিত হইয়া ঊর্দ্ধবাহুকরত "পাণ্ডুপুত্রের জয়, পাণ্ডুপুত্রের জয়", ইত্যাকার ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আর সেইশব্দের প্রতিধ্বনিতে যেন "কুরুবংশের ক্ষয়, কুরুবংশের ক্ষয়" আমার কর্ণে অদ্যাবধি বোধ হইতেছে। পিতা এসকল দর্শন করিয়া ধন্য কঠোর হৃদয় আমার (আপন-বক্ষে করাঘাত করিয়া) যে এপর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয়নাই!

ধৃতরাষ্ট্র। তাত দুর্য্যোধন, স্থিরহও, স্থিরহও, আমার বচন শুন।

দুর্য্যোধন। পিতা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞাহয়,আপনার "স্থিরহও" আজ্ঞা পালনে আমি অসমর্থ, প্রলয়কালীন মহাবাতে আন্দোলিত সিন্ধুজল কে স্থির করিতে পারে?

ধৃতরাষ্ট্র। তাত! হিংসা দূরকর। তুমি পাণ্ডবদের যেরূপ বর্ণনা করিলে তাহাতে এই মাত্র বোধ হয় যে যজ্ঞ সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে অনির্ব্বচনীয় কি অচিন্তনীয় কি অসাধারণ তো কিছুই দেখা যায়না। যজ্ঞে যুধিষ্ঠির বিস্তর ধন বিতরণ করিয়াছিল, ভাল তোমার ভাণ্ডারে ধনের অভাব কি? তুমিও কেন তদ্রূপ দান না কর? যজ্ঞে বিস্তর ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছিল হস্তিনাতেও তো প্রত্যহ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন হয়। নাহয় অদ্যাবধি প্রত্যহ তুমি দুইলক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করাও। আর এক সার কথা বলি যে যদিই পাণ্ডুপুত্রদের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বড়ই দীপ্তিমান হয় তাহাতে তোমার হিংসার বিষয় কি? পর ধনে হিংসা, পরস্ত্রীতে কাতরতা নীচ অন্তঃকরণের চিহ্ন। ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, রূপ, যৌবন ইত্যাদি মর্ত্তলোকে যত উপাদেয় বাঞ্ছনীয় বস্তু আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? সুখ,—সুখের প্রধান আকর কি?—সন্তোষ হে পুত্র! তোমার যাহা আছে তাহাই ভোগ করিয়া হিংসা দ্বেষ পরিহরণ পূর্ব্বক পরমধর্ম্ম সন্তোষকে আশ্রয় করিয়া সুখী হও।

দুর্য্যোধন। সন্তোষ! ভিক্ষুকের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, তপস্বীর ধর্ম্ম! রাজা ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের সন্তোষকে আশ্রয় করা কেবল কাপুরুষত্ব মাত্র, আশু বিনাশের কারণ হয়। "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা সন্তুষ্টাইব পার্থিবা"। আমি সন্তোষকে আশ্রয় করিলে লোকে আমাকে জারজ কহিবে, যে রাজা যে ক্ষত্রিয় যে বীরপুরুষ বর্দ্ধমান জ্ঞাতিশক্রর বৈভব দৃষ্টে মনে ক্ষোভ না পায়, তাহাকে কাপুরুষ বলি; যে রাজা আপনা হইতে বলবান ঐশ্বর্য্যশালী শত্রুকে দেখিয়া নিশ্চিত থাকে তাহার রাজ্য বিড়ম্বনা মাত্র। আর সে শত্রু যদি জ্ঞাতি হয়, তবে সে বিড়ম্বনা অসিপত্রনরকাপে-

ক্ষাও অধিক। লঙ্কাধিপতি দোর্দ্দণ্ড পরাক্রমশালী রাক্ষস দশানন বিভীষণের বিদ্রূপ বাক্য সহ্য অপেক্ষা রামশরানলে সবংশে ধ্বংস হওয়াও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়াছিলেন, যেহেতুক মেঘান্তরিত রৌদ্রের ন্যায় জ্ঞাতি বাক্য অসহ্য। পিতা! এরূপ জ্ঞাতিশত্রুকে বর্দ্ধমান ও সাহঙ্কার দেখিয়া আপনি সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারেন করুন, কিন্তু আমা হইতে কদাচ হইবেনা।

ধৃতরাষ্ট্র। ভাল-যদি সন্তোষ আশ্রয় না কর তবে তোমার মানস কি?

দুর্য্যোধন।—পাণ্ডব বিনাশ।

ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডব বিনাশ! সমুদ্র শোষণ! হিমাদ্রিলঙ্ঘন! ব্যোম পরিমাণ! দুর্য্যোধন, একে বাতুলের প্রলাপ, কি উপায়ে কার সাহায্যে, কার বলে এরূপ দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদনে প্রত্যাশা কর?

দুর্য্যোধন। পিতা! ক্ষত্রিয়রাজারধর্ম্মই এইযে বলে, ছলে, কলে কৌশলে, যেন তেন প্রকারেণ, শত্রুক্ষয় করিবেক। এখনি সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিয়া পাণ্ডব সংহার করিতে পারি, এ কোন বিচিত্র কথা? কিন্তু যেহেতু যুদ্ধেজয় পরাজয়ের বিষয় নিশ্চিতনয়, তদপেক্ষা নিশ্চিত ও সংশয় রহিত কৌশল আশ্রয় করাই যুক্তিসিদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবদের তুমি শত্রুজ্ঞান কর কেন? তারাতো তোমার শত্রু নয়, কখন তোমার কোন হানি করে নাই?

দুর্য্যোধন। আমার আর শত্রু কে? পাণ্ডবেরা আমার কোন হানি করে নাই, সত্য বটে, কিন্তু আমিত তাহাদের হানি করিতে ত্রুটি করি নাই। আঘাতী অপেক্ষা আহত যে, সেই প্রধান শত্রু; যে ব্যক্তি আঘাত করে তার ক্রোধের শাম্য হয়, কিন্তু আঘাতিত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত প্রতিশোধ নালয় সেপর্য্যন্ত সে অবশ্যই প্রহর্ত্তার নিকট আপনাকে লঘু জ্ঞান করিবে। ভীমকে বিষ প্রয়োগ, জতুগৃহেদাহন প্রভৃতি কি পাণ্ডবেরা কখন বিস্মৃত হইবে? কি ক্ষমা করিবে? আর যদিই ক্ষমাকরে, পাণ্ডব-

দের ক্ষমাগুণে নির্ভর করিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিব ? পিতা আমা হইতে ইহা কখনই হইবেনা, পাণ্ডববিনাশ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইহাতে "মন্ত্রম্বা সাধয়েৎ শরীরম্বা পাতয়েৎ।"

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও কর্ণ, ইহাঁরা রাজ দর্শনাভিলাষ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র। আসিতে বল, ভালই হইয়াছে (দৌবারিকের গমন) ইন্দ্র এক বৃহস্পতির মন্ত্রণাবলে দেবলোক শাসন করেন আমার ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর চারি বৃহস্পতি মন্ত্রী, ইহাঁদিগের পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্মই উচিত নয়। দেখাযাউক ইহাঁরাই বা এবিষয়ে কি উপদেশ দেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও কর্ণ (প্রবেশ করিয়া) মহারাজের জয়হউক।

ধৃতরাষ্ট্র। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসিতে আজ্ঞা হউক, মহাশয় দিগের আগমন আমার পরম শুভাদৃষ্টের ফল। যেহেতু মহাশয়দিগের পরামর্শ আমার এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন। আসন পরিগ্রহ করুন।

দ্রোণ। আমরা মহারাজের নিত্যাশীর্ব্বাদক; কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বর সন্নিধানে মহারাজের অনুক্ষণ মঙ্গল চিন্তা করিতেছি।

ভীষ্ম। যে কোন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ প্রয়োজন, অবশ্য নিজ২ বুদ্ধি অনুসারে যথাবিহিত বিধান দিব।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন, দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইতে প্রত্যাগমনান্তর পাণ্ডবদিগের অসামান্য ঐশ্বর্য্য দর্শনে হিংসায় ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া বলে হউক ছলে হউক পাণ্ডব হিংসার্থে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমি তাহার এ কল্পনার অনৌচিত্যের বিষয় অনেক বলিলাম; কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানেনা। আমাকে এই উত্তর দেয়, যে জ্ঞাতিকে বর্দ্ধনশীল দেখিয়া যে তাহার অধঃপাত চেষ্টায় বিমুখ

থাকে, সে কাপুরুষ আশু নিজ বিনাশকে পায়। এ বিষয়ে মহাশয়েরা দুর্য্যোধনকে প্রবোধ প্রদান করুন অথবা বিহিত বিধান আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। মহারাজ, দুর্য্যোধনকে যে দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। (দুর্য্যোধনের প্রতি) দুর্য্যোধন, জ্ঞাতিকে বর্দ্ধনশীল দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা যে কাপুরুষের কর্ম্ম তুমি বল তাহা ও যথার্থ রাজনীতি বটে। কিন্তু তুমি ইহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পার নাই। " অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ " এ নীতি রাজা প্রজা উচ্চনীচ উত্তমাধম সকলের পক্ষেই বিধেয়। এ দুই বিপরীত নীতি গর্ভ কথার সামঞ্জস্য এই যে, ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য অন্যকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিলে তদ্রূপ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে চেষ্টা করে, অন্যকে অধঃপাতিত করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষাকরা কখনই মহতের কর্ম্ম নয়। নীচকে মহত্ত্বে আনায়ন করাই গৌরব। মহৎকে নীচ করণে পুরুষার্থ কি? পাণ্ডুপুত্রেরা রাজসূয় যজ্ঞে বাহু ও বীর্য্যবলে ত্রিভুবন শাসন করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তুমি কি সে ঊন? তুমিও কেন তদ্রূপ না কর? তুমিও সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক সকল রাজা হইতে কর গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদের ন্যায় রাজসূয়যজ্ঞে সঙ্কল্পিত হও।

দুর্য্যোধন। রাজসূয় যজ্ঞ আর আমার দ্বারা কখনই হইবেনা—পাণ্ডবদের যজ্ঞের পর আর কি রাজসূয় যজ্ঞের গৌরব আছে? এক্ষণ রাজসূয় পাণ্ডবদের অনুকরণ মাত্র। উচ্ছিষ্ট ভোজন আমা হইতে হইবে না।

ভীম। এক জন দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া যে সৎকর্ম্মের মহত্ত্বের লাঘব হয়, একথা নিতান্ত অগ্রাহ্য, হইাতে বক্তারি নিজ জঘন্যতা মাত্র প্রকাশ পায়। তোমার নিজ মহত্ত্বের উন্নতি উদ্দেশ্য নয়, পরশ্রীতে কাতর হইয়া পরহিংসাই তোমার বাসনা। ভাল রাজসূয় না কর, ততোধিক যশস্কর ও ফলপ্রদ অশ্বমেধ কেন না কর?

দুর্য্যোধন। পিতামহ অশ্বমেধে যজ্ঞাশ্ব রক্ষা করি আমার এমত ক্ষমতা নাই।

ভীষ্ম। সেকি! ভারতকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এরূপ কথা অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ। তোমার তুল্য বীরসেবিত রাজা ভূভারতে আর কে আছে? আমরা সকলেই প্রাণ পণে তোমার অশ্ব রক্ষা করিব, এতদ্ভিন্ন পাণ্ডবগণ, যাহারা সম্প্রতি ত্রিভুবন শাসন করিয়া রাজসূয় সম্পাদন করিয়াছে তাহারাও তোমার সহায়তা করিবে।

দুর্য্যোধন। তবে আমার অশ্বমেধ করাও বৃথা! সকলেই কহিবে—ঐ পাণ্ডবেরাই কহিবে, যে তাহাদের সাহায্য দ্বারাই আমার অশ্বমেধ সম্পন্ন হইয়াছে। যদি পিতা পিতামহ সহ কুম্ভিপাকে পতিত হই তথাপি আমি পাণ্ডবের সাহায্য প্রার্থনা করিব না "বরংমে ঘোরে নরকে মরণং নচ ধন গর্ব্বিত বান্ধব শরণং।"

ভীষ্ম। আমি তোমার ভাব গ্রহণ করিতে পারিনা, তোমার যথার্থ মনোগত কি বল দেখি?

দুর্য্যোধন। আমার মনোগত তো প্রথমে পিতাই ব্যক্ত করিয়াছেন, পুনরুল্লেখের প্রয়োজন কি? পাণ্ডবদের গর্ব্ব খর্ব্ব করাই আমার পণ, ইহাতে আপনিই বিনষ্ট হই বা পাণ্ডবেরাই বিনষ্ট হউক।

ভীষ্ম। তবে তোমারই বিনাশ দেখিতেছি। দুর্য্যোধন তুমি ক্ষিপ্তের ন্যায় কথা কহিতেছ, পাণ্ডবদের বিনাশ! বল দেখি পাণ্ডব বিনাশের কি সম্ভাবনা? এরূপ লোকাতীত দুরূহ কর্ম্মে কি সাহসে হস্তক্ষেপ করিতেছ? তোমার দ্বারা পাণ্ডব বিনাশ! কাষ্ঠ মার্জ্জারের সাগর সেতু বন্ধন অপেক্ষাও যে হাস্যাস্পদ। পাণ্ডব বিনাশ! এক২ পাণ্ডব প্রতাপে এক২ আখণ্ডল, বুদ্ধিতে এক২ বৃহস্পতি, বিদ্যাতে এক২ দ্বৈপায়ন ধৈর্য্যে পৃথিবী তুল্য গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রতুল্য; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিনলোক একত্র হইলেও পাণ্ডবের পরাজয় নাই। অপিচ ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষ, অকৃত অপরাধে তাহাদের হিংসায় প্রবৃত্তমান তুমি তোমার পক্ষে অধর্ম্ম মাত্র। তুমি কি জাননা, ন্যায় যুদ্ধে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তি অসন্নদ্ধ দেহ ও নিরস্ত্র হইলেও ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন? তার জয়ের সংশয় নাই।

"যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" কিন্তু অধর্ম্ম দ্বারা সঙ্কিতচিত্ত ব্যক্তি লৌহময় কবচে আচ্ছাদিত দেহ, ও ইন্দ্রায়ুধে শস্ত্রিত হইলেও সে নিরস্ত্র ও অনাচ্ছাদিত মধ্যে গণনীয়।

দুর্য্যোধন। পিতামহ, আমা অপেক্ষা মহাশয়ের পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত পাণ্ডবদের গুণের আধিক্য দেখেন।

ভীষ্ম। স্নেহ কি মমতার বশতাপন্ন হইয়া যখন সত্যের অন্যথা করিব তখন ভীষ্ম নামও পরিত্যাগ করিব। পাণ্ডবদের বিষয়ে যাহা উক্তি করিয়াছি তাহার এক বর্ণেরও অন্যথা নাই। তুমি বল পাণ্ডবদিগের আমি প্রশংসা করি, সত্য কহাই যে মহতের প্রশংসা। পাণ্ডবদের বিষয় যাহা কহাযায় তাহাই যে তাহাদিগের প্রশংসা স্বরূপ। কারণ তাহাদের যে সকলই প্রশংসনীয়। আর আমি পাণ্ডবদের প্রশংসা কেন না করিব? এতদপেক্ষা আমার আর সুখের বিষয় কি আছে? পাণ্ডবেরা আমার বংশের তিলক, পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ তপনের ন্যায় উদয় হইয়া অন্ধকারাবৃত ভারতকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছে; সসাগরা বসুন্ধরা আমার পূর্ব্বপুরুষ ভরতদত্ত ভারতবর্ষ নাম পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা প্রতাপান্বিত পাণ্ডবদিগের অধীনা হইয়া পাণ্ডববর্ষ নামে খ্যাতা হইলে আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করেন।

কর্ণ। (অগ্রসর হইয়া) আমার অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, আমি পাণ্ডবদিগের সহিত বিগ্রহের পরামর্শ দিই না, কিন্তু যদি বিগ্রহ উপস্থিত হয় তবে পাণ্ডব বিজয় করা বিচিত্র কথা নয়! আর ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের পরাক্রমের বিষয় যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা আমার বিবেচনায় অত্যুক্তি জ্ঞান হয়। কোন্ ছার পাণ্ডব, আমিত তাহাদিগকে তৃণ-তুল্যও জ্ঞান করি না; আমি—"

ভীষ্ম। ওহে তুমি বালক, বালক স্বভাব প্রযুক্ত কতকগুলি প্রলাপ উচ্চারণ করিতেছ। (অন্ধের প্রতি) মহারাজ! পাণ্ডবের সহিত অপ্রণয় করা কুরুকুলের মঙ্গলের হেতু কোনক্রমেই বোধ হয়না, তবে আর২ সকলের,

বিবেচনায় কি হয় বলিতে পারিনা। আমার এক্ষণে বিশেষ কর্ম্মান্তর আছে, অনুমতি হইলে বিদায় হই। [ভীষ্মের গমন।

ধৃতরাষ্ট্র। মহাশয়ের আজ্ঞা কুরুকুলে বেদবিধির ন্যায় অকাট্য, কে অন্যথা করিবে? মহাশয় যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য কুরুপাণ্ডবের পরস্পর অনৈক্য কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে।

দুর্য্যোধন। তবে পিতামহের পরামর্শানুসারে পাণ্ডবদের সহিত বিগ্রহ না করাই বিধি?

ধৃতরাষ্ট্র। তার সন্দেহ কি, জিজ্ঞাস্যইবা কি?

দুর্য্যোধন। পিতা, তবে আমার আশা পরিত্যাগ করুন। পাণ্ডবদের অহঙ্কৃত উন্নত মস্তক নত করিতে না পারিলে আমি জীবন ধারণ করিবনা। আপনার আর ঊনশত পুত্র লইয়া সুখে রাজ্য করুন, দুর্য্যোধন নামে আপনকার যে এক পুত্র ছিল একথা আর স্মরণ করিবেননা। আমি বনে গমন করিয়া তপস্যায় প্রাণত্যাগ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র। তাত দুর্য্যোধন! এরূপ কঠোর কর্কশবাক্য দ্বারা বৃদ্ধ অন্ধ পিতার হৃদয় বিদীর্ণ করা কি সন্তানের কর্ত্তব্য? পাণ্ডব অপেক্ষা তোমার গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহাকি আমার অসাধ? পাণ্ডব কি? তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের পূজনীয় হও তাহাতে আমার সুখ বৈত অসুখ নয়; কিন্তু দেখ পাণ্ডবেরা যে দুর্জ্জয় পরাক্রান্ত তাহাদিগকে পরাভূত করার উপায় দেখিনা!

কর্ণ। মহারাজ! অকারণ কেন উদ্বিগ্ন হইতেছেন? কোন্ বিচিত্র কথার জন্য এতচিন্তিত হইতেছেন? আমিতো পাণ্ডবদিগকে তৃণতুল্যও গণ্য করিনা, কোন্ ছার পাণ্ডব, পাণ্ডবেরা যদি ত্রিভুবন সহায় করে তথাপি আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলা ক্রমে পরাজয় করিতে পারি। আমি ভৃগুরামের শিষ্য, আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে দেব নর যক্ষ রক্ষ কাহার সাধ্য আমার সম্মুখীন হয়। যদি আজ্ঞা হয় এইদণ্ডেই ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগকে বন্ধন করিয়া আনিয়া দেই।

দ্রোণ। হা হা হা! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে কি তোমার ধনুর্ব্বাণ ছিলনা? তুমি কি নিরস্ত্র বিরথ ছিলে? লক্ষ্মীরূপা পাঞ্চালী কৌরববধূ নাহইয়া পাণ্ডব গৃহিণী কেন হইল? বৃথাস্পর্দ্ধা বৃথা অহঙ্কার করিলেইত বীরত্ব প্রকাশ হয়না।

কর্ণ। দ্রৌপদীর সয়ম্বরে তৃতীয় পাণ্ডবকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, নচেৎ এতদিনে অর্জ্জুনের নাম ভূলোক হইতে বিলুপ্ত হইত।

দ্রোণ। আঃ—কি ধর্ম্ম জ্ঞানই তোমার! তুমি যে পুণ্য শ্লোকের মধ্যে এখনও কেন গণ্য হওনাই এই আশ্চর্য্য! এসভাতে এরূপ অলীক প্রগল্ভতা করিতে তোমার লজ্জা হয়না? একের সহিত একাধিকের যুদ্ধ হইলেই সে ন্যায়বিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, কাপুরুষের কর্ম্ম, তাহাতে তোমরা একলক্ষ নৃপতি, ধর্ম্মভয়, লোকাপবাদ ভয় সকল বিসর্জ্জন দিয়া এক জন্মের সহিত—আরসে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ—যুদ্ধ করিয়াছিলে। এখন বল ব্রাহ্মণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম। সে যুদ্ধে যিনি২ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন বীরগণের মধ্যে যেন তাঁহারা আর মস্তকোত্তলন না করেন। হাঁ এই লক্ষ নৃপতির মধ্যে সাহস পূর্ব্বক কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ হইত তবে যথার্থ বীরত্ব প্রকাশ পাইত।

কর্ণ। ভাল, নিজ প্রিয় শিষ্যকে এরূপ বিপন্ন দেখিয়া তাহার রক্ষার্থে তুমিই কেন অস্ত্র ধারণ না করিলে?

দ্রোণ। আমি অস্ত্র ধারণ করিলে আমার এ গৌরব কিপ্রকারে হইত, যে আমার একজন শিষ্য, তিনসপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়কারী ধনুর্ব্বিদ ভৃগুরামের প্রধান শিষ্যকে সসৈন্যে একলক্ষ নৃপতির সহিত একক পরাজয় করিয়াছে। আমি বিলক্ষণ জানিতাম যে যদিও লক্ষনৃপতি অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়াছিল বটে, তথাপি অজাযূথের মধ্যে সিংহের ন্যায়, অর্জ্জুন একাকী সকলকে প্রবোধ দিতে সক্ষম।

ধৃতরাষ্ট্র। আর বৃথা বাক্ কলহের ফলকি? নিশ্চয় প্রতীত হই-

তেছে যে পাণ্ডবদের সহিত সন্মুখ সংগ্রাম করা বৃথা। দেখ দুর্য্যোধন, এক্ষণে যিনিই যত বলুন আর যিনিই যত নিজবীরত্বের গৌরব করুন কার্য্যকালে পর্ব্বতের আখু প্রসবের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া মাত্র হইবে। অকালে অতীব গর্জ্জনকারী শরদাম্বুদ বর্ষণের যোগ্যতা রাখেনা।

দুর্য্যোধন। পিতা! আর কি উপায় নাই? বলে অসাধ্য শত্রুকে কৌশলে কেন ধ্বংস না করি?

ধৃতরাষ্ট্র। বটে, কিন্তু কৌশলেই বা কি?

দুর্য্যোধন। বিচক্ষণ মতি মাতুল এক চমৎকার কৌশল স্থির করিয়াছেন তাহা অবশ্যই সফল হইবে। (শকুনির প্রতি) মামা, মামা, কৈ গো বলনা সেই উপায় টা বলনা?

দ্রোণ। (স্বগত) এই বেটা কালনেমি কি কুমন্ত্রণা দেয় দেখ।

ধৃতরাষ্ট্র। কৈহে শকুনি, তোমার কি পরামর্শ বল দেখি।

শকুনি। (দম্ভপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া) মহারাজ আমি একটা উপায় স্থির করেছি বটে, আঃ, বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য যথার্থ কথা, বুদ্ধি নাথাকিলে মনুষ্যতে আর ইতর জন্তুতে ভেদকি? নারায়ণ হে!

কৃপ। (জনান্তিকে বিদুরের প্রতি) বেটার আড়ম্বরটা দেখ, বারং চক্ষের পলক পড়া ও একটা কি কদর্য্য অভ্যাস।

বিদুর। ওটা কুটিলতার চিহ্ন।

বিকর্ণ। (কর্ণের প্রতি) ওহে কর্ণ! শকুনির কানে ও জুটো কি?

কর্ণ। ওর গণ্ডিরখুর, বুঝি ওর বাপের হাড়, বেটার মুখ খানার ভঙ্গি দেখেছ, ভ্রূকুটিটে একবার দেখ, (পরস্পর ইঙ্গিত পূর্ব্বক হাস্য)

শকুনি। ওহে অর্ব্বাচীনের ন্যায় হাস কেন হে? হোহো! বালক স্বভাবটারই দোষ! (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি) মহারাজ, আমাদের স্বভাব সিদ্ধ যে একটা জ্ঞান পদার্থ আছে আমরা তারই বলে সকল জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বটেকি না? দেখুন, আমাদের ব্যাঘ্রের ন্যায় দন্ত নাই, মহিষের ন্যায় শৃঙ্গ নাই, গণ্ডারের ন্যায় খড়্গ নাই বটে, তথাচ আমরা বুদ্ধি বলে লৌ-

হাদি দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী মহিষাদির উপর প্রভুত্ব করিতেছি। অনেকে আছেন—সত্য বলিতে কেহ রুষ্ট হউন বা তুষ্ট হউন, বটে কি না ?—পশুর ন্যায় শরীরে কতক গুলা বস্ত্র ধারণ করে, কতকগুলা মারামারি করে আপনাদিগকে বীর জ্ঞান করেন, হো হো হো! পশুজ্ঞান কেন না করেন ? মনে করেন বাহুবলে সকল কর্ম্মই করিবেন, জানেননা যে অনেক কর্ম্ম বাহুবলে হয়না, বুদ্ধি অপেক্ষা করে। বালুকাতে মিশ্রিত শর্করা ক্ষুদ্র পিপীলিকাই আহার করে, মদমত্ত বারণ কেবল লোলুপ দৃষ্টে ঈক্ষণ করত ভেকুয়া হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিদের নিজ শারীরিক বল ব্যতিত বুদ্ধিসাধ্য কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে হো হো হো! একটা কথা আছেনা, যে "বড়২ বানরের বড়২ পেট, লঙ্কা ডিঙ্গাইতে মাথা করে হেঁট" তন্ন্যায় হুব্র।

কর্ণ। (বিকর্ণের প্রতি) দেখেছ২ গেহনর্দ্দী ব্যালিক বেটা সকলকে গালি দিচ্চে। আর কাহারো বুদ্ধি নাই উনিই এর মধ্যে বুদ্ধিমান! বেটা একবার সভা হইতে বাহির হউক আমি একবার ওর বুদ্ধিটা বাহির করিব।

শকুনি। (কর্ণের অরুণ নয়ন দৃষ্টে সভয়ে) এ একটা কথার কথা মাত্র উপস্থিত মতে বলিলাম, কোন যে মন্দভাবে কাহারও প্রতি লক্ষ করিয়া বলিয়াছি এমত মহাশয়েরা জ্ঞান করিবেন না।

কর্ণ। ভাল সে কথা পরে বুঝা যাইবে এক্ষণে যে কথা উপস্থিত তাহার কি ?

শকুনি। আহা! না হবে কেন ? বটেইত; বাপুহে, তোমার ন্যায় এত অল্পবয়সে এরূপ বুদ্ধিমান আর কুত্রাপি দেখিনা। বটেইতো উপস্থিত বিষয় নিষ্পত্তি করা অগ্রেই আবশ্যক। মহারাজ, বর্ত্তমান বিষয়ে আমার অল্প বুদ্ধ্যনুসারে একটা উপায় স্থির করিয়াছি, তদ্দ্বারা অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যে যুদ্ধে এবং দ্যূতে আহ্বান করিলে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেনা। ভাল, যখন বিবেচনা হইল যে পাণ্ডব যুদ্ধে অজেয়,

দ্যূত দ্বারা কেন না জয় করি? ব্রহ্মাণ্ডে আমার তুল্য দ্যূতদক্ষ আর কেহই নাই, বিশেষতঃ আমার নিকট এক প্রসিদ্ধ অক্ষসারি আছে, তাহার গুণ এই যে যদি বিধাতা আমার সহিত নিজে ক্রীড়া করেন, তথাপি আমি ঐ অক্ষসারি প্রভাবে তাঁহার অব্যর্থ লিপিও অন্যথা করিতে পারি। এক্ষণ এক সভা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করুন, যদিও তাহার আন্তরিক মত না থাকে তথাপি লোকলজ্জা ভয়ে বিমুখ হইতে পারিবেন না। দুর্য্যোধন পক্ষে আমি ক্রীড়া করিব। আর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে মূহূর্ত্ত মধ্যে পাণ্ডবদের রাজ্য ধন, জন, সকল জিনিয়া লইয়া পাণ্ডবকে দুর্য্যোধনের অধীন করিয়াদিব।

দ্রোণ, কৃপ, বিদুর সকলে একবাক্য হইয়া } নারায়ণ২! কি পাপ! কি অধর্ম্ম!

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ, পরামর্শ ভাল বটে, কিন্তু কিছু ন্যায় বিরুদ্ধ বোধ হয়না?

দ্রোণ। তার আর জিজ্ঞাস্য কি? মহারাজ শস্ত্রোপজীবী হইলেও আমি ব্রাহ্মণ। রাজাও নই, রাজপুত্রও, নই, অতএব রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ নই, কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে এবিষয়ে যাহা বোধ হয় তাহা বলি। মহারাজ, আমি অনেক দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি ইতিহাস পুরাণাদিও অনেক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ কদর্য্য ব্যাপার কখন দেখিওনাই শুনিওনাই; কলি নিজে এসভায় মূর্ত্তিমান থাকিলে পরাজয় স্বীকার করিয়া এরূপ কুপ্রবৃত্তিদাতার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। মহারাজ ইহাতে আপনার কোন মতেই মঙ্গল নাই। অধর্ম্মে ইহকাল পরকাল উভয় নষ্ট হয়। বিবেচনা করুন দেখি, কি ভয়ানক, যে যে ব্যক্তি মহাশয়ের মন্দ চিন্তা স্বপ্নেও করেনা, সকলে একত্র হইয়া তার বিনাশের চেষ্টাকরা এ কোন্ রীতি? সকলে পরামর্শ করিয়া মিথ্যা দ্বারা তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া বালকের হস্তে বিষ মিশ্রিত মিষ্টান্ন দেওয়ার ন্যায় তাহাকে নষ্ট করা এইবা কোন্ রীতি? আমি এক সারকথা কহি, অধর্ম্মে ক-

থনই জয়নাই, পরিশেষে অধর্ম্মকারী নিজে বিনাশ পায়। আমার মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় প্রায় উপস্থিত; অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হই।

[দ্রোণের গমন।

কৃপ। মহারাজ, ভারত বংশধ্বংসের এমন সদুপায় আর নাই। এরূপ অধর্ম্মে কখন রক্ষানাই, মহারাজ সাবধান, আমিও বিদায়।

[কৃপের গমন।

দুর্য্যোধন। পিতা তবে আর বিলম্বে ফল কি? শুভস্যশীঘ্রং। মাতুল তুমি পাণ্ডবদের ন্যায় এক বিচিত্র সভা অবিলম্বে প্রস্তুত কর। যত ব্যয় হয় ক্ষতিনাই, সমস্ত হস্তিনা রাজ্য ব্যয় করিয়া যদি পাণ্ডব পরাভূত হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। উঠ মাতুল, এতদ্দণ্ডেই কর্ম্ম আরাম্ভ কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা নূতন সভা।

রাজ ও চারিজন মজুর কোবা করিতেছে।

রাজ। তালে২ বাপ সকল, তালে২। ওহো, ওহো, ওহো!

গীত।

একি জ্বালা হলরে পরের পিরীতেরে অবলার প্রাণ যায়।
প্রথম পিরীতের কালে উঁকি মারামারি।
ঐ আমবাগানে লুকো চুরি আঁখি ঠারাঠারি॥

তার পরেতে উঠলো লহর প্রেমের সাগরেতে।
জানলা দিয়ে পানের খিলি দিতাম হাতে হাতে ॥
প্রেমের তরু মুঞ্জুরে উঠিল কিছু কালে।
ঐ দুই হাত পূরিয়ে বন্ধুর দিতাম মেওয়ার ফলে ॥
পদ্মে মধু পদ্মে বঁধু রেখে গেছে ফেলে।
প্রেম তরঙ্গে ভাসাইয়ে বন্ধু রইল কুলে ॥

রাজা। যতবেটা তালকানা একত্র জুটেছে। আমার পা দেখে২ কোবা ফেলাতে পারিস্‌না? একজনেরও তাল গেন নেই।

১ মজুর। হ্যাদে রাজের পো—পোড়ার গড়ন বিদেতার ঘুঁটের পাঁশের নৈবিদ্দী কি কখন শুকোনাই। সুরকানা রাজের তালকানা যোগাড়ে, যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক ঘোল তা ছেঁদাগালা, তার এ-কটা কেচ্‌কেচানি কি?

রাজা। তুই বেটা বড় বাচাল, র, শুকুনি মামা আসুক, সব দূর করো দব। যত নতুন লোকনে কারবার, কর্ম্ম কাযের কিছুই জানেনা, কাল বেছে২ পুরাণ কাযের লোকসব নে আসবো—

১ মজুর। ভাল রাজের পো, মারপেটথেকে পড়ো কি রাজগিরি কর্ম্ম শিখেছিলে? যেমন শকুনি মামা তেমন তুমি, যেমন হাঁড়ি তার তেম্নি সরা—

২ মজুর। ভাই ঠিক কথা; শুকুনি মামাও পুরাণ লোক করো২ মরে। রাজবাড়ীতে ভাল২ কর্ম্ম কায খালি হলেই শুকুনি মামা এক ঢেড়া দেয়; দিয়ে, রাজ্যের ভাল মানুষের ছেলে পিলে একত্র করে। প্রথম চোট্‌টা ভাণ্ডর করে নেয়, কার ছেলে কি বিত্তেস্ত লেখা পড়া কেমন, রীত চরিত্তির কেমন; সব জিজ্ঞাসা করে, শেষটা বলে কোন কর্ম্ম কায করেছ?

যদি বলে, না, তবেতো তিনি যেমন এলেন তেমনি গেলেন। শুকুনি মামা বলে আমার পাকা কাযের লোক চাই, তুমি ছেলে মানুষ এ তোমার কর্ম্ম নয়। আর যদি বল্লে যে আমি কর্ম্ম কায করেছি, তো বলে এ তোমার কর্ম্ম নয়, রাজবাড়ীর কর্ম্ম কায সকলে পারে না এই বল্যে বিদায় দেয়। শেষটা তার নিজের পিসে মেসো যে থাকে তারেই কর্ম্ম দেয়। ওরিমধ্যে যদি কেউ শুকুনি মামার হাতে ঘটি হাত কর্ত্তে পারে, তবে সে অমনি কাযের লোক হয়ে উঠে, কিন্তু একজন তো এদিকে ওঁর হাতে ঘটি হাত করে, উদিকে যে কত লোক ওঁর বাপের মুখে ওকর্ম্ম করে তা একবার ঠাউরে দেখেন না।

তৃতীয়মজুর। ভাই আমায় যখন রাজের পো শুকুনি মামার কাছে প্রথম আনলে আমাকেও ঐকথা জিজ্ঞাসা করেছিল, রাজের পোর সঙ্গে আমার টিপনি ছিল, (কেমন রাজের পো বটে কিনা?) রাজের পো অমনি বল্যে দিলে অমুকের বাড়ী কায করেছে, অমুকের বাড়ী কায করেছে। আমি কিন্তু কোথাও কাযকরি নাই।

রাজ। যাযা! আর গজর২ করে গপ্পের দেই নি। আজ এ মেঝো না হলে শুকুনি মামা বলেছে কাউকে এক কড়াও দেবেনা। নে সবপেটা ওহো! ওহো! ওহো!

প্রথমমজুর। ও রাজের পো এবার কিসের গান হবে?

রাজ। এবার রামায়ণ, নে নে, ওহো! ওহো! ওহো!

গীত।

রামের চরণ ধুলায় রে পাষাণ তর্যে যায়।
রাম বলেন হনুমান তুমি বড় বীর।
এক লাফে ডিঙ্গাইলে সাগরের নীর॥
তুমি গিয়ে লঙ্কাপুরী কইলে ছারখার।

তোমা হইতে হলো বাপু সীতার উদ্ধার ॥
এতেক বলিয়া রাম গুণের সাগর।
কোল দিয়া বন্দি কইলা বনের বানর।

দুইজন ভদ্রলোকের প্রবেশ।

১ ভদ্রলোক। হাঁ চমৎকার সভা হইতেছে বটে, এসভা উপযুক্তমতে সজ্জিত হইলে অদ্বিতীয়া শোভা বিশিষ্ট হইবে।

২ ভদ্রলোক। হাঁ উত্তম বটে, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার শতাংশের একাংশও হয় নাই এ তার অশ্বশালার যোগ্যও হইবেনা।

১ ভদ্রলোক। আমি সে সভা দেখিনাই। রাজসূয় যজ্ঞ কালে তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলাম, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যজ্ঞের কথা এবং সভার কথা শুনিয়াছিলাম। সে সভা নির্ম্মাণ করে কে?

২ ভদ্রলোক। সে সভার নির্ম্মাতা ময়দানব। তোমার নিতান্তই উচিত যে সে সভা একবার দেখ। দেশ দেশান্তরে যে২ সকল অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছ রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা দর্শন করিলে সকল বালকের ক্রীড়ার ন্যায় বোধ হইবে।

১ ভদ্রলোক। আমার ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার অভিলাষ ছিল বটে, কিন্তু বর্ণনা শুনিয়া অভিলাষ দ্বিগুণ হইল। আমি শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রস্থে সভা দর্শনার্থে গমন করিব।

খেলারামের প্রবেশ।

খেলা। ও মামা, এখনোকি বাড়ী যাবার সময় হয়নি গা?

রাজ। কিরে বাপু খেলা, ভাত হয়েছে নাকি? আমার ও খিদেটা লেগেছে।

খেলা। ভাত তো হয়েছে, খাবে কিদে?

রাজ। কেন বেন্নুন দে খাব।

খেলা। বেন্নুন কটু, তরকারির কড়ীদে এসে ছিলে?

রাজ। কড়িতে কাজ কি? গাছের কাঁচকলা ছড়াটা নামাস নাই কেন?

খেলা। কাঁচকলা নামান হোয়েছে. মামী তোমার তরে কুটে রে-খেছে।

রাজ। কেবল কুটলে কি হবে? রাঁধে নাই কেন?

খেলা। রাঁধবে কি দে? উদিকে যে তেলের ভাড় ঠন২ করে, কলা পোড়াও যদি খাও তবুত তেল নুণ মেখে খেতে হবে?

রাজ। (মাটিৎ খেলারমুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কর্ণে২) চুপে২ বল্‌না অত চেঁচিয়ে বলিস কেন? (প্রকাশ্যে) তেলের ভাড় ঠন২ করেনাতোকি? পিতলের ভাঁড় কি ঠক২ করে?

খেলা। ভরা থাকলে করে, খালি থাকুলে করেনা।

রাজ। খেলে আমার মাথা! চুপে২ কথা কৈতে পারিসনা? একি তোর ইন্দ্রপ্রস্থ পেয়েছিস? চোখে দেখিস না? (অঙ্গুলি ও ইঙ্গিত দ্বারা ভদ্র লোকদিগের প্রতি দৃষ্টি করাইয়া) কেন আমি ভাঁড় ভরা তেল রেখে এসেছি-ঢাকা খুলে বুঝি দেখিস নাই?

খেলা। দেখি নাইতো কি? মামি ধরলে আমি উঁকি মেরে পর্য্যন্ত দেখলুম, ভিতর অমনি হুহু কুরচ্যে, এই টি আছে (দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দর্শন করাইয়া)

রাজ। তোর মা তোর মাথা খেয়েছে! ভাঁড়টা উবুড় কোরে দে-খিস নাই কেন?

খেলা। কেন, দেখ্‌বনা কেন? তাও দেখেছি, উবুড় কর্যে চিৎকর্যে কাত কোরে সব কোরে মামী দেখিয়েছে। উদিকে কিছু থাকুলেতো হবে?

রাজ। (অধৈর্য্য পূর্ব্বক) খেলা. সর্ব্বনেশে! তুই আমার সর্ব্বনাশ কত্তে বসেছিস, আমি বলছি ভাঁড়ে তেল আছে তবু তুই বলবি তেল

নেই, তুই আমার মাথা খাবি নাকি? (ভদ্রলোকদের প্রতি) আমি ভাঁড়ে এক ভাঁড় তেল রেখে এসেছি মশায়রা ওর কথায় কান দিবেন না।

খেলা। কোথা ভাঁড়ে এক ভাঁড় তেল আছে? যদি এক ফোঁটাও থাকে তবে যে দিব্বিই বল সেই দিব্বিই কত্তে পারি।

রাজ। আচ্ছা চল দেখি দেখিগে কেমন তেল নাই (খেলার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দ্রুত গমন পুনরায় পশ্চাতে ভদ্রলোকদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।) মশায়রা ওর কথা কানে ঠাঁই দিবেন না, আমি প্রতি সপ্তার তেল কিনে থাকি। (গমন)

১ ভদ্রলোক। (চমৎকৃত হইয়া) বন্ধো, এর ভাব কি? রাজের ঘরে তেল আছে কিনা তাহাতে আমাদের কি? ও ব্যক্তির আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন পূর্ব্বক, তৈল আছে বলা, আর গৃহে তৈল নাই শুনে এরূপ ব্যস্ত হওয়া, যেন তৈল নাথাকা কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম, ইহার তাৎপর্য্য কি?

২ ভদ্রলোক। হাঁ এ এক নূতন ব্যাপার, তুমি জ্ঞাত নও বটে, তুমি অদ্য মাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছ, দেশের যে কি দুর্দ্দশা তাতো জাননা। রাজা এককালে রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শোষক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে ব্যাপার দেখলে, ইহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করিলে তুমি এককালে হতবুদ্ধি হইয়া স্তম্ভীভূত হইবে। রাজা স্বার্থপরতার বশতাপন্ন হইয়া নীচ বৈশ্যের ন্যায় আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রজার দুঃখে রাজার দুঃখ প্রজার সুখে রাজার সুখ, সে ভাব আর নাই। রাজা ও রাজপুরুষেরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনে রত হইয়াছেন। গেহনর্দ্দী অর্থ পিশাচ আত্মম্ভরী কয়েক বেটা কুতন্ত্রী একত্র হইয়া তাহাদের কুহক কুমন্ত্রণা জালে রাজাকে আবদ্ধ করিয়া লীলামর্কটের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা নিজ২ কোষ পূরণার্থে একায়ত্ত নামে নূতন এক ব্যাপার উপস্থিত করিয়া প্রজার সুখ সচ্ছন্দতা এককালে উচ্ছেদ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

১ ভদ্রলোক। সে আবার কি? একায়ত্ত আবার কি ব্যাপার—

২ ভদ্রলোক। একায়ত্ত কি জাননা? কোন বস্তুর উপর এক ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ অন্য কেহ ঐ অধিকারীর সম্মতি ভিন্ন ঐ বস্তু লইলে বা ব্যবহার করিলে দণ্ডনীয় হয়।

১ ভদ্রলোক। ভাই! আমি মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলামনা। এ নিয়ম ত চিরকালই প্রচলিত আছে, এ নিয়ম সমুদায় সামাজিক নিয়মের মূলাধার, এ নিয়ম ব্যতীত মনুষ্যসমাজই অবস্থিতি করিতে পারেনা। আমার এই পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি আমার সম্পূর্ণ অধিকার, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কেহ গ্রহণ করে, সে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবেক তার আর অন্যথা কি?

২ ভদ্রলোক। ভাই! তা নয় এর স্বতন্ত্র মর্ম্ম আছে। এক বস্তুতে এক ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার কহাতে, তোমার নিজ বস্ত্রে তোমার যে অধিকার আছে, সে ভাব আমি উল্লেখ করিনাই। বস্তু কহাতে আমি বস্তুসমূহের অর্থ করিয়াছি। বিবেচনা কর, রাজ্যমধ্যে যেখানে যত বস্ত্র আছে, আর যেখানে যতবস্ত্র নির্ম্মাণ হইবে, সকলই তোমার, দান বা বিক্রয় করিবার ক্ষমতা তোমারই, তুমি যে পণ নির্দ্ধারণ করিবে সেই পণেই সকলকে স্বীকৃত হইতে হইবে। যিনি না হইবেন তিনি উলঙ্গ থাকুন। যদি তুমি এমন পণ কর যে, যে ব্যক্তি শিরোমুণ্ডন তক্রসেচন গর্দ্দভারোহণ করিতে স্বীকার পাইবেন, তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন সুতরাং তাহাতেই সকলকে সম্মত হইতে হইবে, নচেৎ বস্ত্রহীন থাকিতে হইবে। ইহারই নাম একায়ত্ত।

১ ভদ্রলোক। হাঁ, এখন আমি তোমার মর্ম্মাবধারণ করিলাম। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! একজনের হস্তে সমুদায় লোকের ধন প্রাণ মান সমর্পণ! সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের মধ্যে এমন কাণ্ড কর্ণ গোচর হয় নাই, শ্রুত আছি বটে যে, কোনং অসভ্য ম্লেচ্ছ জাতির রাজ্যে এই কদর্য্য প্রথা

প্রচলিত আছে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, কলিতে ভারতরাজ্য ম্লেচ্ছাধিকার হইবে, কলিও আগতপ্রায়। তবে কি শাস্ত্রের অর্থ এই যে, যথার্থ ম্লেচ্ছ দ্বারা এরাজ্য অধিকৃত না হইয়া এস্থানের রাজারাই ম্লেচ্ছাচারী হইবেন!

২ ভদ্রলোক। কি জানি ভাই! জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু দেশের আর অমঙ্গলের সীমা নাই। দেখ লবণ এক পদার্থ, আপামর সাধারণ সকলেরই প্রয়োজনীয়, লবণ ব্যতিরেকে এক প্রকার আহার রহিত হয়। এই লবণ রাজার একায়ত্ত। পূর্ব্বে সিন্ধুতীরস্থ লোকেরা সিন্ধুজল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া আপনারা যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহার ও দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিয়াছে, আমরা আকর হইতে খনন করিয়া লইয়া সচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে এই একায়ত্ত হওয়া অবধি, রাজঅনুচর ভিন্ন যে কেহ লবণ প্রস্তুত বা খনন করিবে সে গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। রাজা লবণের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই মূল্যে সকলকে ক্রয় করিতে হইবে, ইহাতে যে সাধারণের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে তাহা অকথ্য। দুঃখী প্রজা সকলে রাজনির্দ্দিষ্ট মূল্যে লবণ ক্রয় করিতে অসমর্থ, ইহাতে লবণ অভাবে আহারের কষ্ট হওয়াতে নানাবিধ নূতন২ রোগ সকল উপস্থিত হইয়া, প্রজা সকলকে অকালে করাল কাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। রাজবৈদ্যেরা লবণাভাব, এই সকল রোগের মূল কারণ নির্দ্ধার্য্য করিয়া রাজসমক্ষে এক আবেদন করেন, রাজা তাহা শ্রুত মশ্রুত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তৈল গোধূম ধান্য প্রভৃতি সাধারণ প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় দ্রব্য সকলেরও এইরূপ একায়ত্ত আছে। রাজপারিষদ ও তোষামোদকারিগণের মধ্যে এক২ জন এক২ দ্রব্যের অধিকারী। তৈলের ব্যাপার শকুনির অধীন। সর্ষপবপন বা তৈল সংপীড়ন বা বিক্রয় করণ শকুনি ভিন্ন আর কেহই করিতে পারিবেনা। যদি কেহ করে তবে সে ব্যক্তি এই নূতন নিয়মানুসারে রাজাকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়া, যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবে। শকুনি যথেচ্ছাক্রমে আপন নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করে। আর কি জানি যদি শকুনির নির্দ্দিষ্ট যথার্থ মূল্যে অধিক বিক্রয় না হয়, সকলের

যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই ক্রয় করে, অতএব এই নিয়ম হইয়াছে যে, সকল বাটীর প্রত্যেক গৃহে রাত্রি দুইপ্রহর পর্যন্ত দীপ প্রজ্জলিত থাকিবে, ইহাতে গৃহস্থের প্রয়োজন হউক বা নাহউক, অথচ সকল গৃহস্থকে সকল সময়ে একভাণ্ড তৈল পূর্ণ রাখিতে হইবে। এবিষয় নির্ণয়ার্থে শকুনির অনুচরগণ দিবা নিশি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। কখন কোন্ গৃহস্থের বাটী প্রবেশ করিয়া তৈল ভাণ্ড দেখিতে চায়, তাহার নিশ্চিত নাই আর ইহারা বাটীতে প্রবেশ করিলে, কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান নাকরিলে আর গৃহস্থের নিস্তার নাই। অতএব ভাণ্ডে তৈল নাই শ্রবণ করিয়া এই স্থপতি যে এরূপ বিব্রত হইবে তার আশ্চর্য্য কি?

১ ভদ্রলোক। তাইতো এপ্রকার প্রজাপীড়ন দ্বারা রাজা ও প্রজার যে পিতা পুত্রের ন্যায় প্রতিপালক ও প্রতিপাল্যতা সম্বন্ধ, তাহা এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া ভেক সর্পের ন্যায় খাদ্য খাদক সম্পর্ক হওয়াই সম্ভব। কুরুরাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ভীষ্ম দ্রোণ, ইহাঁরাও কি এই পথাবলম্বী হইয়াছেন?

২ ভদ্রলোক। ইহাঁরা এসকল ভয়ানক অধর্ম্মদৃষ্টে স্তম্ভীভূত হইয়াছেন, আর ইহাঁদিগের পরামর্শও রাজা গ্রাহ্য করেন না, অন্ধরাজ পুত্রবাৎসল্যে জ্ঞানান্ধ হইয়া এসকল সমুদ্রতুল্য গভীরধীসম্পন্ন মন্ত্রিগণের বাক্য অবহেলা করেন, যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতারূপ চতুর্ব্বিধ সুরাপানে উন্মত্তমতি দুর্য্যোধনের কথাই তাঁহার নিকট প্রবল।

১ ভদ্রলোক। এরূপ দুরাচরণ ও প্রজাপীড়ন রাজার পক্ষে আশু সমূলে বিনষ্ট হইবার প্রধান উপায়। ধনলোভে প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ করা, এককালে অধিক সুবর্ণপ্রত্যাশায় নিত্যস্বর্ণাণ্ডপ্রসবিনী-হংসীর উদর বিদীর্ণ করা অপেক্ষাও মূঢ়তা। অবশেষে মৎস্য মাংস উভয় পরিভ্রষ্ট হইয়া "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ নচ পূর্ব্বংনচাপরং" হইতে হয়।

২ ভদ্রলোক। এসকল বিষয় আলাপনের এস্থান নয়, চল আমার গৃহে চল, অদ্য সেইখানেই আহারাদি করিবে, আর দেশের দুর্দ্দশা সকল জ্ঞাত হইয়া যতইচ্ছা অবাধে রোদন করিবে। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভা।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ও বিদুর আসীন)

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। (যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপূর্ব্বক) মহারাজ! দাসকে স্মরণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞাপ্রত্যাশায় দাসও উপস্থিত।

যুধিষ্ঠির। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) ভাই অদ্য অতি সুপ্রভাত! কুরুরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আমাদিগের তত্ত্বাবধারণার্থে, ধার্ম্মিক চূড়ামণি পরম পবিত্র পুরুষ বিদুর আসিয়াছেন।

অর্জ্জুন। (বিদুরকে অভিবাদন পূর্ব্বক) অদ্য ইন্দ্রপ্রস্থের কি অপরিসীম সৌভাগ্য, যে মহাশয়ের পাদস্পর্শে পবিত্র হইল।

বিদুর। (আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন পুরঃসর) চিরজীবী ও নিরাপদ হও, তোমাদের পঞ্চ ভাইকে দর্শন করিলে ভারতকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়।

যুধিষ্ঠির। ভাই! মহারাজ কৌরবাধিপ হস্তিনাতে এক সুরম্য সভা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই আমরা পঞ্চ ভাই একত্রে তথায় গমনপূর্ব্বক শত ভাই কৌরবের সহিত কয়েক দিবস আমোদ প্রমোদে বিহার করি। ইহাতে তোমার অভিমত কি?

অর্জ্জুন। মহারাজের অভিমত আমাদের নিয়ম, যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই প্রতিপালন করিব। কিন্তু আমার বিবেচনায় এপ্রকার অকস্মাৎ নিমন্ত্রণের কোন বিশেষ মর্ম্ম থাকিবে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধ-

নের দুশ্চরিত্র, ও আমাদের সহিত তাহার পূর্ব্বাপর ব্যবহারের অসারল্য স্মরণ করিলে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মে। বিদুর মহাশয় ইহার বিশেষ কারণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।

যুধিষ্ঠির। জ্ঞাতই থাকুন্ আর অজ্ঞাত থাকুন্, যখন দূতরূপে সমাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে এবিষয়ের কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমাদের উচিত নয়, আর জিজ্ঞাসা করিলেইবা তিনি উত্তর দিবেন কেন?

অর্জ্জুন। এবিষয়ে মধ্যমদাদা মহাশয়ের অভিপ্রায় কি?

ভীম। আমার অভিপ্রায় আমি মহারাজের নিকট প্রথমেই নিবেদন করিয়াছি। আমার মত এই যে সামান্য বিবেচনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই সভাদর্শন ও আমোদ প্রমোদাদি বারণাবতে বায়ুসেবনের ন্যায় ছলনামাত্র। দগ্ধশিশু কতবার তপ্তাঙ্গারে হস্তক্ষেপ করে? অতএব একালেই স্পষ্ট বলাই উচিত যে, আমরা বিষমিশ্রিত সন্দেশ যতুগৃহ ও কাননের ক্লেশ এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইনাই, অতএব শত ভাইকৌরব পঞ্চপাণ্ডব ব্যতিরেকে সচ্ছন্দে ক্রীড়া করুক। নচেৎ যদি যাওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তবে এককালে সশস্ত্র সসৈন্যে গমন করাই বিধেয়। কি জানি যদিই প্রয়োজন হয়, তবে উপস্থিতমতে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব।

অর্জ্জুন। আপনি যাহা কহিলেন আমারও তাহাই সদ্বিবেচনা বোধ হইতেছে।

যুধিষ্ঠির। না ভাই, আমার মতে নিঃসহায় নিরস্ত্রে যাওয়াই কর্ত্তব্য। যদিও কৌরবদের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিলে, তাহাদিগকে অবিশ্বস্ত জ্ঞানকরা অসঙ্গত নহে, তথাচ সদ্ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া শত্রুভাবে সৈন্য সমভিব্যাহারে যাওয়া প্রথমতঃ লৌকিকদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ যদিও দুর্য্যোধন কপট বটে, তথায় এযাত্রা তাহার মনে কোন কাপট্য আছে কিনা তাহা অনিশ্চিত। যদি তাহার মনে কোন অন্যভাব না থাকে, আমাদের যুদ্ধ সজ্জায় গমনশ্রবণে [মহাভিমানী দুর্য্যোধনের বনে

অবশ্যই ক্রোধের উদয় হইবে। আর সেও উচিত মত সৈন্য সজ্জা করিবে।

ভীম। ভালইতো করুক না কেন? তাহাতে ক্ষতি কি? নাহয় একবার উভয় পক্ষের বলাবলই বিচার করা যাবে।

যুধিষ্ঠির। ক্ষতি কি! ক্ষতির অবধি নাই, যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয় (আর দুই সৈন্য একত্র হইলে যে যুদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ বিরহ), যে পক্ষেই জয় পরাজয় হউক নিরপরাধী প্রজাগণের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবেকনা, জয়োন্মত্ত—রণোন্মত্ত সেনাগণের দৌরাত্ম্যে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইবেক, কতলোক অকালে কালের করালগ্রাসে পতিত হইবেক, কতস্ত্রীলোকের সতীত্ব বিনষ্ট হইবেক, কত ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা ভ্রূণহত্যাদি হইবেক, কতলোক যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া জীবিকাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিবেক, কতসাধ্বীস্ত্রী স্বামিপুত্রবিহীনা হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক জীবনরক্ষার্থে স্বদেহবিক্রয় স্বরূপ দুষ্কর্ম্মে রত হইবেক, তাহার কি আর সীমা থাকিবেক, না সংখ্যা থাকিবেক? আর এই সকল পাপসমষ্টির ভার কে বহন করিবেক? হা! এসকল বিষয়চিন্তা করিতেগেলে আমার হৃদয়শোণিত শুষ্ক হয়, সসৈন্যে যাওয়া কোন মতেই হইতে পারেনা।

ভীম। ভাল, মহারাজের অনুজ্ঞাক্রমে সৈন্যসংগ্রহে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরাতো সশস্ত্রে গমন করিব।

যুধিষ্ঠির। কেন তাহাতেই বা প্রয়োজন কি?

ভীম। প্রয়োজন! তবে কি একং গাছি রজ্জু সঙ্গে লইয়া যাইব?

যুধিষ্ঠির। রজ্জু কেন?

ভীম। কি জানি যদি হস্তিনায় রজ্জুর অভাব হয়, তবে আমাদের বন্ধন করিতে দুর্য্যোধনের রজ্জুর নিমিত্তে পাছে ক্লেশ পাইতে হয়।

যুধিষ্ঠির। হা হা হা! তুমি কেবল দুর্য্যোধনকে কুমন্ত্রণা করিতে দেখ। কি জানি, তোমার তাহার প্রতি বাল্যাবধি যে কেমন বিদ্বেষ—

ভীম। দুর্য্যোধন! মহারাজ, সে কপট, দুরাচার, হিংস্রক, পরস্ত্রীকাতর, দুর্ম্মদ পশুকে চিনিতে পারেন নাই। ভাল মহারাজের আজ্ঞাক্রমে নিরস্ত্রেই যাইব, কিন্তু আমার এই অব্যর্থব্রহ্মঅস্ত্র স্বরূপ বাহুদ্বয়তো সঙ্গে যাইবেক।

যুধিষ্ঠির। সেই কথাই উত্তম। তোমার এই বাহুবলে বকহিড়ম্বক আদি হইতে আমরা ত্রাণ পাইয়াছি। যাও সকলে সসজ্জ হও।

[সকলের গমন।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ অন্তঃপুর।

রাজা যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। অতএব নিতান্তই একবার যাওয়া উচিত।

কুন্তী। তাত, যা বিবেচনায় ভাল হয় তাই কর, আমি আর অধিক কি বলিব। শৈশবকালে পিতৃহীন হইয়া তোমরা পঞ্চ ভাই অন্ধরাজের কুটিলতায় এক দিনের জন্যে সুখী হওনাই। গান্ধারীর পুত্রেরা স্বর্ণপর্য্যঙ্কে রাজভোগে বিলাস করে, দুঃখিনীর নন্দন তোমরা বনে২ বনফল ভক্ষণ করে অতিকষ্টে প্রাণ রক্ষা কর। সে সকল স্মরণ হলে কি আর প্রাণে কিছু থাকে?

যুধিষ্ঠির। মাতঃ! আপনার চরণপ্রসাদাৎ সে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখনও কোন বিপদ উপস্থিত হলে সেই প্রসাদবলে, রক্ষা পাইব।

কুন্তী। দেখো বাপু! যে কয়েক দিন হস্তিনায় থাকিবে অতি সতর্কে থেকো, পঞ্চ ভাই সর্ব্বদা একত্র ভোজন ও একত্র শয়ন করো, কোন খাদ্য সামগ্রী অগ্রে একটা কুকুরকে ভোজন না করাইয়া গ্রহণ করোনা। আর আমার ভীম স্বভাবত কিছু কোপনস্বভাব, দেখ যেন কাহারো সহিত কলহ উপস্থিত নাহয়। কর্ণ আদি বীরগণ দুর্য্যোধনের পোষ্য।

যুধিষ্ঠির। মাতঃ! আপনি চিত্ত স্থির করুন, যদি ধর্ম্মে মতি ও আপনার শ্রীচরণে ভক্তি থাকে, তবে আমাদের কোন বিপদ ঘটিবেনা। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোভূষণ, আমি অতি সতর্কে থাকবো।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। মহারজ! রথ সজ্জিত হইয়াছে, বিদুর মহাশয় মহারাজের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছেন।

[দৌবারিকের গমন।

যুধিষ্ঠির। মা! তবে আমি বিদায় হই (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

কুন্তী। (শিরশ্চুম্বনও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক) জগদীশ্বর রক্ষা করবেন আমি তাঁর পাদপদ্মে তোমাদিগকে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

[যুধিষ্ঠিরের গমন।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা রাজপুরী।

(রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন এবং অন্যান্যের প্রবেশ।)

দুর্য্যোধন। মহারাজ, এত ব্যস্ত কেন, আর দিনেক দুদিন হস্তিনাতে অবস্থিতি করিলে ভাল হয়না ? মহারাজের দেবনে বিশেষ প্রীতি জানিয়া তাহারও উদ্যোগ করা গিয়াছে। আর একদিন অধিবাসপূর্ব্বক একবার ক্রীড়া করিলে শ্রম সফল হয়।

যুধিষ্ঠির। হাঁ আমি অক্ষপ্রিয় বটি, কিন্তু অক্ষ অনর্থের মূল, এই বিবেচনায় আমার ইচ্ছা হয়না।

শকুনি। মহারাজ! যাহা কহিতেছেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু সে কেবল ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অল্পপ্রাণ মনুষ্যদিগের পক্ষে। মহারাজের তুল্য সাগর সদৃশ অপরিমেয় বুদ্ধিবিশিষ্ট ও কুবেরের ন্যায় ঐশর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষে নহে! অন্যান্য অনেক প্রকার ক্রীড়া আছে বটে কিন্তু রাজার ও বীরের উপযুক্ত মাত্র এই। ইহাতে বুদ্ধি মার্জ্জিত করে, সাহস বৃদ্ধিকরে, অন্তঃকরণের চাপল্য দূরীকরণ পূর্ব্বক দৃঢ়ত্ব ও একত্ব জন্মায়, ক্ষোভ নাশ করে এবং হৃদয়াকাশ নির্ম্মল করে। মহারাজ! দ্যূতের গুণ একমুখে বর্ণনা করা যায়না। আমি দেবর্ষি নারদ মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মর্ষিগণ চিত্তস্থিরকরণজন্য অক্ষক্রীড়া করিয়া থাকেন। আমার দ্যূতের পক্ষে এত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি নিজে অত্যন্ত দ্যূতপ্রিয়, আমাকে যদি কেহ ইঙ্গিতেও আহ্বান করে, তবে তাহার সহিত ক্রীড়া নাকরিলে,

আপনাকে কাপুরুষ জ্ঞান করি; অতএব মহারাজ যখন দ্যূতকে অনর্থের মূল কহিলেন, তখন দ্যূতের পক্ষে কিছু না বলিয়া আমি স্থির থকিতে পারিনা।

যুধিষ্ঠির। ভাল মাতুল! এযাত্রা থাকুক্, ইহারপর নাহয় একবার খেলা যাইবেক। (দুর্য্যোধনের প্রতি) ভাই দুর্য্যোধন! গতরাত্রে যে নটেরা বাল্মিকি নাটক দর্শাইয়া ছিল, তাহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিতান্তই পাঠাইতে হইবেক।

দুর্য্যোধন। মহারাজের কি অদ্যই গমন করা নিতান্ত স্থির হইল? কিন্তু আমি বোধ করি কুরুপতির ইচ্ছা যে, আর কয়েকদিন মহারাজ এখানে অবস্থান করেন। (এইতো কুরুরাজ আসিতেছেন।)

(ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদির প্রবেশ।)

যুধিষ্ঠির। মহারাজ! অভিবাদন করি।

ধৃতরাষ্ট্র। কেও রাজা যুধিষ্ঠির! (আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক) তবে মহারাজ, তুমি নাকি ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার নিমিত্তে বড় ব্যস্ত হইয়াছ? ভাল২ এরূপ প্রজাবাৎসল্য রাজার পক্ষে বহুমূল্য মণিময়-মুকুটাপেক্ষাও শোভনীয়, আমি তোমার এরূপ মহত্ত্ব দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ওহে সঞ্জয়! রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকষেগে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবার সকল আয়োজন কর, কল্য প্রাতে শুভযাত্রা করিবেন, অদ্য এইস্থানে পাশক্রীড়াদি আমোদ প্রমোদে দিবা যাপন করুন।

যুধিষ্ঠির। মহারাজের আজ্ঞা এদাসের শিরোভূষণ। অদ্য হস্তিনাতে অবস্থিতি করিলাম, কল্য প্রাতে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিব।

শকুনি। (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি) মহারাজ! অন্য কোন প্রকার ক্রীড়ার অনুমতি হয়, দেবন ধর্ম্মরাজের অভিমত নয়।

ধৃতরাষ্ট্র। কেন? আমি শ্রুত আছি যে, ধর্ম্মরাজের দেবনে বিশেষ অনুরাগ আছে, তবে অসম্মতি ভের কারণ কি?

যুধিষ্ঠির। বহু অনর্থের মূল, অর্থনাশ, মনস্তাপ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও সর্ব্ব-স্বান্তকারী পাশা, আপন আপন মধ্যে কদাচ শ্রেয়স্কর বোধ হয়না।

ধৃতরাষ্ট্র। সে ভয় এস্থানে নিতান্ত অমূলক। আমি নিজে মধ্যস্থ থাকিয়া সকল বিষয় মীমাংসা করিব, কোন মতেই অন্যায় হইতে পারিবেনা, তোমরা সচ্ছন্দে ক্রীড়া কর।

যুধিষ্ঠির। যদিও মন নাই বটে, তথাচ গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিনা, মাতুল! পাশা আনয়ন কর, ক্রীড়ারম্ভ করা যাউক।

শকুনি। (তৎক্ষণাৎপাশা বাহির করিয়া) এইতো পাশা উপস্থিত আছে, এক্ষণে কি নিয়মে ক্রীড়া করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করুন।

বিদুর। সমানেং ক্রীড়াই ইহার প্রধান নিয়ম, অতএব ধর্ম্মরাজের সহিত দুর্য্যোধনের ক্রীড়া হইলেই সমযোগ্য হয়।

দুর্য্যোধন। তাহা কিপ্রকারে হইতে পারে? ধর্ম্মরাজ অক্ষক্রীড়ায় বিশেষ দক্ষ, কিন্তু আমার কিছুমাত্র নিপুণতা নাই, অতএব আমার সহিত ক্রীড়া হইলে নিতান্ত অযোগ্য হয়।

বিদুর। তবে ক্রীড়া ক্ষান্তই থাকুক, কারণ এসভাতে দুর্য্যোধন ব্যতীত ধর্ম্মরাজের সমযোগ্য কেহই নাই।

দুর্য্যোধন। কেন মাতুলতো এক্রীড়ায় বিলক্ষণ পটু, ধর্ম্মরাজের সহিত তিনিই খেলুন।

সঞ্জয়। ক্রীড়া নৈপুণ্যে সমান হইলেও, অন্যান্য বিষয়ে শকুনিত যুধিষ্ঠিরের যোগ্য কোন মতেই নয়।

দুর্য্যোধন। কেন কিসে নয়? মাতুল কিসে ন্যূন? ক্ষত্রিয়প্রধান রাজবংশোদ্ভব, নিজে রাজা। মাতুল কেন রাজা যুধিষ্ঠিরের যোগ্য নন? সভার মধ্যে যে ক্ষত্রিয়রাজের এরূপ অপমান করা এবড অনুচিত ও রাজ সভার অযোগ্য।

বিদুর। (ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক) দুর্য্যোধন ক্রোধ কর কেন? অবশ্য, ক্ষ-

ত্রিয় রাজা সকলেই সমান, তবে তোমার মাতুলকে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমযোগ্য না বলার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সহিত শকুনিত পণে ক্ষমবান নন্।

দুর্য্যোধন। এই কথা? এই তুচ্ছ কথার নিমিত্তে কি ক্রীড়া ক্ষান্ত থাকিবেক? মাতুল ধর্ম্মরাজের সহিত সমান পণেই খেলিবেন, এক্ষণে আর বাধা কি?

সঞ্জয়। তাহাহইলে আর কোন বাধা নাই বটে, কিন্তু এককথা এই যে, শকুনির সমাবেশ সকলেরই সুবিদিত আছে, অতএব পণের বিষয়ে প্রতিভূ ব্যতিরেকে বিশ্বাস কি?

দুর্য্যোধন। কেন, আমিই মাতুলের প্রতিভূ আছি, মাতুল যে পণ করিবেন তাহা আমারই দেয়। মাতুল যদি সমস্ত হস্তিনা পণ করেন, তাহাই আমার স্বীকার। আরত রাজা যুধিষ্ঠিরের কোন আপত্তি নাই?

যুধিষ্ঠির। আর আপত্তি কি? এক্ষণে ক্রীড়ারম্ভ করিলেই হয়।

শকুনি। (ক্রীড়া আরম্ভ) ভাল মহারাজ! প্রথমে কি পণ করিবেন?

যুধিষ্ঠির। ইন্দ্রপ্রস্থে স্বর্ণ, রৌপ্য, যত আছে, তাহাই আমার প্রথম পণ।

শকুনি। (কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়ার পর) মহারাজ! এইবার আঠার পড়িলেই জিত। এই লউন (বলিয়া পাশা ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে) আঠার, মহারাজ! প্রথম পণতো জিনিলাম, এক্ষণে আর কি পণ করিবেন, করুন।

যুধিষ্ঠির। লোমজ, পট্টজ, সূত্রজ কীটজ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসমূহ ইন্দ্রপ্রস্থের ভাণ্ডারে যত আছে, সকলই এবার পণ।

শকুনি। বোধকরি এবার মহারাজেরই জয় হইবেক।

যুধিষ্ঠির। ভাল খেলতো দেখাযাউক, এবার যার পোহাবার, তারই জয় হইবে।

শকুনি। (উচ্চৈঃস্বরে) পোহাবার, মহারাজ! আর কি পণ করিবেন?

যুধিষ্ঠির। ইন্দ্রপ্রস্থে মণি মুক্তা হীরক প্রবালাদি রত্নসমূহ যত আছে, এবার সব পণ।

শকুনি। (পাশাক্ষেপণ পূর্ব্বক) মহারাজ! জিনিয়াছি, আর পণ করুন।

যুধিষ্ঠির। দাস দাসী হস্তী গো মহিষাদি ইন্দ্রপ্রস্থে যত আছে, এ-বার পণ।

শকুনি। (পাশা নিক্ষেপ করিয়া) ভাল সকলই আমার, মহারাজ! অন্য পণ করিতে আজ্ঞা হউক।

বিদুর। অদ্য ক্রীড়া এই অবধি শেষ হউক, যথেষ্ট হইয়াছে, বে-লাও অতিরিক্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ হে ধর্ম্মরাজ সকল বিষয়েরই সীমা নির্ণয় আছে।

শকুনি। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) যদি ধর্ম্মরাজের ক্লেশ হইয়া থাকে, তবে ক্রীড়া ক্ষান্ত করা যাউক।

যুধিষ্ঠির। (ঈষৎ উগ্রতার সহিত) পাশাক্রীড়াতে পরাজিত ব্যক্তির নিঃসম্বল হওয়া পর্য্যন্তই সীমা ও নিয়ম, অতএব ক্রীড়া ক্ষান্তের প্রয়োজন নাই।

শকুনি। তবে অন্য পণ করিতে আজ্ঞা হউক।

যুধিষ্ঠির। আমার সৈন্য সামন্ত চতুরঙ্গিণীদল যে আছে, এবার সকল পণ।

শকুনি। (পাশা নিক্ষেপান্তর) মহারাজ! সকল সৈন্য এক্ষণে আমার—মহারাজ! আর কি পণ করিবেন?

যুধিষ্ঠির। আমার তো আর কিছুই নাই, এবার সমুদায় ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য পণ।

শকুনি। (পাশা ফেলিয়া) জয়২ কৌরবের জয়! সমুদায় ইন্দ্রপ্রস্থ এখন কৌরবাধীন।

অন্ধ। (অতিশয় আগ্রহ সহকারে) কিং জিতং কিং জিতং?

দুর্য্যোধন। মহারাজ কৌরবের জয়! তার আর জিজ্ঞাস্য কি? আমার ভাগ্য প্রসন্ন।

অন্ধ। ভাল২ এক্ষণে ধর্ম্মরাজ আর কি পণ করিবেন।

যুধিষ্ঠির। (সজলনেত্রে গদগদ স্বরে) যাহার প্রতাপে পাণ্ডবের প্রতাপ, যাহার দর্পে পাণ্ডবের দর্প, যাহার বাহুবলে যতুগৃহ হইতে উত্তীর্ণ, নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে দুরন্ত কৃতান্তস্বরূপ বক, হিড়ম্বকাদি নিশাচরগণ হইতে উদ্ধার, যাহার বিক্রমে দেবতারাও সঙ্কিত, শত্রুকুল পরিতাপক, পাণ্ডুবংশ স্তম্ভ স্বরূপ, দ্বিতীয়পাণ্ডব ভীমসেনকে এবার পণ।

সভাস্থ সকলে। সে কি! সে কি!

যুধিষ্ঠির। (মুক্ত কণ্ঠে) পাণ্ডবগণের অভেদ্য বর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ হস্ত, বল, বুদ্ধি ও পরাক্রম, অরিমর্দ্দন ভীমসেন আমার পণ।

সভাস্থ সকলে একবাক্যে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

দুর্য্যোধন। (মহোল্লাসে) সর্ব্বনাশ, না সর্ব্বরক্ষা। এক্ষণে অকূল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলাম আর গোষ্পদে ভয় কি?

শকুনি। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি) মহারাজ! ক্রীড়ার পূর্ব্বে যে আমার এক প্রশ্ন আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদুত্তর প্রদানে অধীনের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে আজ্ঞা হয়। যদি এক অঙ্গ পরিত্যাগ করিলে জীবন রক্ষা হয়, তাহা পণ্ডিতের অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি রামপদের এক অঙ্গুষ্ঠ প্রদানে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তবে এই শরীররূপ বিশ্বের সূর্য্যরূপ যে চক্ষু, তাহা পরিত্যাগ করা এ কোন বিধি? অর্থাৎ—"

ধর্ম্ম। আমি তোমার প্রশ্নের আভাস গ্রহণ করিয়াছি। আমার নয়নদ্বয় অপেক্ষাও অধিক প্রিয় যে বস্তু তাহা তুমি ভ্রমবশতঃ পদাঙ্গুষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ। ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব চারিজনের প্রতি আমার সমান স্নেহ, ইতর বিশেষ নাই, যদি কিছু থাকে তবে ভীমার্জ্জুন আমার দুই হস্ত, নকুল সহদেব আমার দুই চক্ষু স্বরূপ।

শকুনি। (পাশা নিক্ষেপ পূর্ব্বক) তবে মহারাজ! এক হস্ত হীন হইলেন, এক্ষণে কি অন্যহস্তও পণ করিবেন?

যুধিষ্ঠির। হাঁ অবশ্য, এপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আর পশ্চাৎপাদ হওয়া অসম্ভব, এক্রীড়ায় আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। প্রজাপতির প্রথম ক্ষত্রিয় সৃষ্টি অবধি এপর্য্যন্ত সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিনযুগের মধ্যে যত ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলের চূড়ামণি আর দেবগণের মধ্যে যেমন আ-খণ্ডল, দানবগণের মধ্যে যেমন বলি, ঋষিগণের মধ্যে যেমন দ্বৈপায়ন সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে যেমন ক্ষীরোদ, পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমাদ্রি, নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, সেইরূপ নরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রুপদের লক্ষভে-দক, খাণ্ডবদাহক, অস্ত্রে ভৃগুরাম, শাস্ত্রে পরাশর, পরোপকারে দধীচি সর্ব্বগুণের পরাকাষ্ঠা অর্জ্জুন নামধারী তৃতীয় পাণ্ডব, এবার পণ।

শকুনি। (পাশা নিক্ষেপ পূর্ব্বক) মহারাজ! অস্ত্রে শস্ত্রে অজেয় যে তোমার অর্জ্জুন, এই অস্থিময় পাশা দ্বারা তাহাকে জয় করিলাম। এক্ষণে আর কি পণ?

যুধিষ্ঠির। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমার চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতিঃ স্বরূপ, কিসলয় সদৃশ কোমলাঙ্গ নকুল সহদেব, এবার পণ।

শকুনি। (হাস্য পূর্ব্বক) তবে এদুই বালকও আমার, মহারাজ! অন্য পণ করুন।

যুধিষ্ঠির। এক্ষণে আর আমার কিছুই নাই, অতএব স্বদেহই এবার পণ।

শকুনি। মহারাজ! এপণের ভাব কি? বুধগণকর্ত্তৃক কথিত আছে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" মহারাণী দ্রৌপদী ব-র্ত্তমানে—

যুধিষ্ঠির। অসম্ভব কথা! কোনমতেই হইতে পারেনা, যাজ্ঞসেনী অতুল্য অমূল্য রত্ন, লক্ষ্মীস্বরূপা, পণের যোগ্য কথনই নয়।

শকুনি। মহারাজ! তন্নিমিত্তেই বলি, যে দ্রৌপদীকে পণ করুন,

দ্রৌপদীর দেব অংশে জন্ম, বিশেষতঃ কথিত আছে, স্বামীভাগ্যে পুত্র, স্ত্রী ভাগ্যে ধন, অতএব দ্রৌপদীকে পণ করিলে এবার মহারাজের অবশ্যই জয় হইবে।

যুধিষ্ঠির। (স্বগত) পরামর্শ বড় মন্দ নয়। (প্রকাশে) তবে এবার অযোনিসম্ভবা ভুবনমনোলোভা গঞ্জিতক্ষণপ্রভা, লক্ষ্মীরূপা দ্রৌপদী পণ।

শকুনি। (পাশা ফেলিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি) দুর্য্যোধন! অস্থিময় অক্ষসারিতে দ্রুপদ রাজার লক্ষ পুনরায় ভেদ করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র। কিং জিতং কিং জিতং ?

বিকর্ণ। (গাত্রোত্থান করিয়া) সভাস্থ সকলের প্রতি আমার এক বক্তব্য, ভারতকুলের পিতামহ নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব এসভাতে বর্ত্তমান আছেন, তথাচ এরূপ অত্যাচার হয়, এ অতি চমৎকার! দ্রৌপদীকে ধর্ম্মরাজের পণ করিবার কি অধিকার ? প্রথমতঃ কৃষ্ণা পঞ্চপাণ্ডবের গেহিনী কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের নন, দ্বিতীয়তঃ অগ্রে রাজা যুধিষ্ঠির আপনাকে পণ করেন, পরে শকুনির প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ করেন, এঅতি ন্যায়বিরুদ্ধ, পাশাক্রীড়ায় পণের রীতি এইযে, যে পণ একবার করাযায় তাহার আর অন্যথা হয়না।

দুর্য্যোধন। (গর্জ্জনপূর্ব্বক) ওরে অল্পবুদ্ধি বালক! যে সভাতে তোর গুরুজন অধিষ্ঠিত, তুই কি সাহসে সেই সভাতে বাচালতা করিস্ ? তুই কি এই বিবেচনা করিস্ যে এসভাস্থ সকলেই অজ্ঞান, কেবল তুই জ্ঞানবান ? তুই কহিতেছিস্ যে দ্রৌপদীতে পঞ্চপাণ্ডবের সমান অধিকার থাকা প্রযুক্ত যুধিষ্ঠিরের একক পণ অসিদ্ধ, কিন্তু ওরে মূঢ়! যুধিষ্ঠিরের ভীমাদি অপর চারি সহোদর পূর্ব্বেই পণে পরাজিত হইয়া আমার দাস হইয়াছে। দাসগণের স্ত্রী অবশ্যই দাসী, সেবকের উপর প্রভুর যে কিরূপ অধিকার তাহা জ্ঞাত নহিস্ ? দ্রৌপদীর পঞ্চাংশের চারি অংশে পূর্ব্বেই আমার অধিকার হইয়াছে। অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ মাত্র যুধিষ্ঠিরের

পণ। আর তোর মতে স্বামী নিজ স্বাধীনত্বহীন হইলে তাহার আর স্ত্রীতে অধিকার নাই, একথা যুক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ও লোকাচারবিরুদ্ধ, উত্তর যোগ্যই নহে। পণ সিদ্ধ কি না সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর্।

বিকর্ণ। রাজা যুধিষ্ঠিরের বোধ করি কখনই—

দুর্য্যোধন। তুই অতি অজ্ঞান! এখনও রাজাযুধিষ্ঠির, (হা হা করিয়া হাস্য) রাজ্যহীন রাজা! যা যা তোর্ কোন বোধ্ শোধ্ নাই, পাঠশালায় যাইয়া শিক্ষাকর্, তোরে এসভাতে আসিতে কে অনুমতি দিলে?

বৃষকেতু। মহারাজ! যাই বলুন, দ্রৌপদীপণে রাজা যুধিষ্ঠিরের অধিকার নাই, ইহাতে সন্দেহ বিরহ—

দুর্য্যোধন। (কর্ণের প্রতি) বন্ধো! এইটিনা তোমার পুত্র, আমার জ্ঞান ছিল যে এটি সুবোধ বালক, এখন দেখি বিকর্ণতো বরং ভাল এ আবার "সপাপিষ্ঠ স্ততোধিকঃ" (বৃষকেতুর প্রতি) অহে, একটা অধিকার শব্দ লইয়া তোমরা কি মিথ্যা বিতণ্ডা করিতেছ। আমি এক কথায় তোমাদিগের সকল কথার মীমাংসা করিতেছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি, পাণ্ডবদিগের দ্রৌপদীর উপর অধিকারটীইবা কি? দ্রৌপদীতে পাণ্ডবদিগের যেরূপ অধিকার আমারও সেইরূপ অধিকার, তোমারও সেইরূপ অধিকার। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বামী—বিষ্ণু! স্বামিগণ (এই বলিয়া হাস্য কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতিরও হাস্য) ওরে! আদৌ যে এই স্বামিত্বই অসিদ্ধ, একস্ত্রীর একাধিক স্বামী কোন্ শাস্ত্রে আছে? বেদ বিধি, সকল বিরুদ্ধ। বেদেই কহিয়াছেন্ "যথা হ্যেকেন যূপেন ইত্যাদি" যদি বল স্বামিত্ব অসিদ্ধ হইলে পণও অসিদ্ধ, তাহানয়, কারণ যদিও দ্রৌপদী পাণ্ডব দিগের স্ত্রী না হউক, তাহাদিগের ভোগ্যা দাসীত বটে; দাসীতে স্বামীর পণে সম্পূর্ণ অধিকার। আর পণ অসিদ্ধ হইলেইবা কি? দ্রৌপদী স্বৈরিণী, স্বৈরিণীজাতি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রা, কাহারও অধীনা নয়,

যত দিন পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্য ছিল ততদিন দ্রৌপদী তাহাদের ভোগ্যা ছিল, এক্ষণে অবশ্যই অন্য চেষ্টা করিবে। যাও হে! একজন যাও, দ্রৌপদীকে আন, বলিও এক্ষণে কৌরবভজন করিলে ঐশ্বর্য্যের আর সীমা থাকিবে না। আর তাহার বিশেষ মনস্তুষ্টির হেতু কহিবা যে, পূর্ব্বে পঞ্চ জন মাত্র পাণ্ডব লইয়া বিহার করিত; এক্ষণে শত কৌরবের সহিত রসক্রীড়া করিবে, কারণ স্বৈরণীদিগের স্বভাবই "গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবং।"

সভাস্থসকলে। ধিক্ দুরাচার! ধিক্ দুরাচার!

ভীম। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি) ওরে ক্ষুদ্রাশয়! নরককুণ্ডসদৃশ তোর কদর্য্য বক্ত্র হইতে দ্রৌপদীকে লক্ষ করিয়া যে সকল কুৎসিত উদ্গার করিলি, কুকুরের স্বোদ্গারণভক্ষণের ন্যায় পুনর্গ্রহণ কর, নচেৎ তোর পশুজিহ্বা হৃদয়াবধি উৎপাটন করিব, ওরে পামর! দেখ কুরুকুলশোণিতাভিলাষী উড্ডীয়মান শকুনি গৃধিনী সকল দেখ! উহাদিগের প্রথম পূজা করিব (কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির প্রতি) ওরে কৌরব কিঙ্করেরা! যার উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত তোদের দেহ, তাহাকে রক্ষাকর্। (দুর্য্যোধনের প্রতি লম্ফ প্রদান)

যুধিষ্ঠির। ভীম, স্থির হও শান্ত হও।

অর্জ্জুন। (ভীমকে ধারণপূর্ব্বক) মহাশয়! ক্ষান্ত হউন।

ভীম। (অর্জ্জুনকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক) যাও, তোমাদের ইচ্ছা হয় দুর্য্যোধনের সাহায্য কর, আমি অদ্য জরাসিন্ধুবধের ন্যায় উহাকে পশুবৎ বিনাশ করিব।

অর্জ্জুন। (পুনর্ব্বার ভীমকে ধারণপূর্ব্বক) মহাশয়! রাজাজ্ঞা প্রযুক্ত ধর্ম্মাজ্ঞা, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। শত্রুগণের মনস্কামনা, যে আমাদের পরস্পরবিচ্ছেদ হয়, তাহা পূর্ণ করিবেন না।

ভীম। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ! শৈশবাবধি আমাকর্ত্তৃক মহাশয়ের কখন কোন আজ্ঞালঙ্ঘন হয় নাই, রণে, বনে বিপদে সম্পদে

মহাশয়ের আজ্ঞাই আমার নিয়ম। এক্ষণে আমার সাধ্যাতীত আজ্ঞা ক-রিয়া আমাকে তল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য করিবেন না। মহারাজ! অতিক্ষুদ্র ও হীনবল টুন্টুক পক্ষীও শ্যেনকর্ত্তৃক লক্ষিত আপন জায়াপত্যরক্ষার্থে যথাসাধ্য নিজ পরাক্রম প্রকাশ করে। আর আমি দধীচির অস্থি অ-পেক্ষাও দৃঢ়তর বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া, সসৈন্য-লক্ষৈক নৃপ-সমুদ্র-মথনো-খিত, অমূল্য স্ত্রীরত্ন যাজ্ঞসেনীর নীচকর্ত্তৃক অপমান দেখিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল থাকিব? দোহাই মহারাজ! দোহাই ধর্ম্মের! অনুমতি করুন, আমি ঐ ভারতকুলের পশু, নরাধম, দুর্য্যোধনের মুণ্ড বামপদাঘাতে চূর্ণ করি।

যুধিষ্ঠির। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভীম! তুমি কি আমাকে সত্য ল-ঙ্ঘন করিতে বল? আমি রাজা যুধিষ্ঠির, পুনরায় তোমাকে কহিতেছি সাম্য হয়।

ভীম। (অধোমুখে আসন পরিগ্রহ করেন)

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনার রাজপুরস্থ গৃহ।

বিদুর। (স্বগত) ভুবনোজ্জ্বল ভারতকুল, এতদিনে সমূলে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা যথার্থই কহিয়াছেন, যে, যেরূপ দিবাপ্রকাশানন্তর তরুণ অরুণ উদয়াচল হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার করনিকর প্রখরতর জ্যোতির্বি-শিষ্ট হইতে থাকে, পরে মস্তকোপরি আগমন করিলে, তাঁহার তেজের,

ও ঊর্দ্ধগমনের পরাকাষ্ঠা হইয়া, ক্রমেই তাঁহাকে হ্রাস ও অধোগামিতা প্রাপ্ত হইতে হয়, পরিশেষে অস্তগত হইলে দিবার সকল শোভার পর্য্যবসান হয়। এই মর্ত্ত্যলোকেরও সকল ব্যাপার সেইরূপ। ত্রিলোকপূজিত অতুলপরাক্রান্ত, রাজা ও রাজকুল সকলও এই নিয়মের অধীন। ভারতকুলের এনিয়মবহির্গত হওনের সম্ভাবনা কি? আদ্যাবধি এপর্য্যন্ত ভারতকুল এরূপ দীপ্তিবিশিষ্ট আর কখনই হয় নাই, কিন্তু বোধ হয় এই দীপ্তি তাহার চূড়ান্ত দীপ্তি! বুঝি ভারত সূর্য্য এক্ষণে অস্তাচলগামী হইলেন। অদ্য যে বিরোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে ইহাতেই ভিত্তি মূল পর্য্যন্ত ছারক্ষার হইবে, ইহা নির্ব্বাণের কোন উপায় নাই। মদান্ধ দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর ভয়ানক অপমানের প্রতিফলস্বরূপ কুরুবংশনিপাতকরণে পাণ্ডবদিগকে কে বিরত রাখিবে? অশেষ ক্ষতিরও পূরণ আছে,—মার্জ্জনা আছে, কিন্তু অপমানের পূরণ নাই, মার্জ্জনাও নাই, অপমানে দগ্ধীভূত হৃদয় স্নিগ্ধ করিবার শত্রুশোণিতই একমাত্র উপায়। পূর্ব্বে যেরূপ সুন্দ উপসুন্দ তিলোত্তমার নিমিত্তে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হয় তদ্রূপ কুরুবংশ, পাণ্ডুবংশ রাজ্যলোভে নষ্ট হইবে "লোভাৎ পাপং পাপান্মৃত্যুঃ" একবার দেখাও উচিত। (গমনোদ্যত)

বিকর্ণ। (প্রবেশ করিয়া বিদুরের প্রতি) মহাশয় ব্যস্ত হইয়া কোথায় গমনোদ্যত হইয়াছেন? আপনাকে এরূপ বিচলিতচিত্ত দেখিতেছি কেন?

বিদুর। একবার সভায় গমন করিব।

বিকর্ণ। আমি দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সভা হইতে আসিয়াছি, মহাশয় সভা ছাড়া কতক্ষণ?

বিদুর। আমি এইক্ষণমাত্র সভার ভয়ানক ব্যাপারদর্শনে ভীত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখানেও স্থির হইতে পারিলাম না জানি এতক্ষণ কি প্রলয় হইয়া গিয়াছে।

বিকর্ণ। দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদীকে আনয়নের ভারার্পণ হইয়াছে,

আমি এইপর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, তৎপর আর কি কিছু নূতন কাণ্ড হইয়াছে?

বিদুর। কি আশ্চর্য্য তুমি কি কিছুই জ্ঞাত নও, কুরুকুল যে এককালে যায়!

বিকর্ণ। এআর,নূতন সমাচার কি? অধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই এই ফল হয়, এক্ষণে কি নূতন ব্যাপার হইয়াছে বলুন, পরে আমিও মহাশয়ের সঙ্গে গমন করিব।

বিদুর। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে আনয়নের আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্রেই ইন্দ্রপ্রস্থে, গমনকরত এককালে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশোদ্যত হওয়াতে, রাজমাতা কুন্তীদেবী তাহার সম্মুখে পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অনেক প্রবোধ দেন ও নিষেধ করেন। কিন্তু সে সকল শ্রুত মশ্রুত করিয়া বর্ব্বর পশুর ন্যায় তাঁহাকে বলপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশপুরঃসর তাঁহাকে রাজসভায় আসিতে বলায় তিনি বলেন যে, আমি রাজমহিষী বিশেষতঃ ভারতকুলের কুলবধূ, তুমিও ভারতসন্তান, বিবেচনা কর, আমাকে রাজসভায় লইলে অপমানের আর সীমা থাকিবেক না। ইহাতে দুঃশাসন অনেক প্রকার অশ্রাব্য অবক্তব্য কটুবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেক যে "যদি তুমি সহমানে না যাও তবে তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।" ইহাতে দ্রুপদবালা সাশ্রু নয়নে অনেক বিনয় করিয়া তাহার নিকট পরিহার প্রার্থনা করিলেন, যে তুমি আমাকে স্পর্শ করিওনা, আমি এক্ষণে রজস্বলা ও একবস্ত্রা আছি। দুঃশাসন এইকথায় ব্যঙ্গপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেক, "তুই স্বৈরিণী, বেশ্যার আবার রজস্বলাই বা কি, একবস্ত্রাই বা কি, বিবস্ত্রাইবা কি।" এই কহিয়া—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; ব্যাসাদি ঋষিগণ রাজসূয়যজ্ঞে তাঁহার যে কেশ বেদমন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা ধারণ করিয়া কৃষ্ণাকে রাজসভায় আনয়ন করিলেক।

বিকর্ণ। হা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ! সভামধ্যে কি একজনও ক্ষত্রিয় ছিলনা? দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়াঙ্গনার কেশাকর্ষণ হই-

য়াছে। ক্ষত্রিয়সভায় স্ত্রীলোকের অপমান, আর সে স্ত্রী যে রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষী! যাঁহার সম্মুখে ক্ষত্রিয় মাত্রেই নতমস্তক হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। সভায় কি ক্ষত্রিয়কুলতিলক ভীষ্মদেব ছি-লেন না?

বিদুর। হাঁ ভীষ্ম ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যায়পাশে তাঁহার হস্তপদ বদ্ধ ছিল। কিন্তু যে ভীষ্ম পিতৃক্ষোভনিবারণার্থে, রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক, স্ত্রীব-র্জ্জনপূর্ব্বক, ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণকরিয়া দেবতাদিগেরও পুজ্য হইয়াছেন, ত্রিভুবন লণ্ডভণ্ড হইলেও যাঁহার মনে বিকার জন্মেনা, সেই ভীষ্ম দ্রৌপদীর অ-বস্থা অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বালকের ন্যায় রোদনপূর্ব্বক দুর্য্যো-ধনকে নিরস্ত হইতে অনুনয় করিয়াছেন। ফলতঃ ভয়ানক অপমানে ম্লান বদনা, সজলনয়না, ছিন্নবেশা, গৃহীতকেশা, পাণ্ডবললনার সুপর্ণধৃষ্ট নাগি-নীর ন্যায় কাতরতাদর্শনে দুর্য্যোধন ও তৎপারিষদগণ ব্যতীত সভামধ্যে শুষ্কনেত্রমাত্রই ছিল না।

বিকর্ণ বলুন২ মহাশয়, সভাতে আনয়নের পর পাবণ্ডেরা আর কি করিল।

বিদুর। কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর ঈদৃশী দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হওয়া দূরে থাকুক, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া ব্যঙ্গপূর্ব্বক কহিলেক, "অহো স্বয়ম্বরকালে লক্ষভূপতির অভিলষিত অযোনিসম্ভবা যে দ্রুপদবালা, সে কি এই? রাজা যুধিষ্ঠির যে পঞ্চপুরুষ ভোগ্যা রম-ণীকে রাজসূয়যজ্ঞে অভিষেক করেন, সে কি এই? কও কৃষ্ণা! তোমার বাহুদর্পে দর্পিত, রাজ্যমদে উন্নতমস্তক স্বামীগণ কোথায়?" পরে অ-ঙ্গুলি দ্বারা মলিনবেশে সভাতলে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় পঞ্চপা-ণ্ডবকে দেখাইয়া কহিলেক "কই উহারাতো তোমাকে রক্ষা করিতে পা-রিলেকনা? ছিছি সুন্দরি! তুমি এরূপ মনোলোভা নায়িকা হইয়া নির্ব্বীর্য্য শৃগালের ন্যায় পাঁচটা কাপুরুষের বশতাপন্ন ছিলে?" "ওহে এক্ষণে আমার পঞ্চদাসকে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত কর," "কও সখা কর্ণ! কাহাকে কোন্

কর্ম্মে নিযুক্ত করি? প্রথমতঃ দ্রৌপদীকে ভানুমতীর তাম্বুলকরঙ্ক বাহিনী করা যাউক, কিন্তু দ্রৌপদীর আর বস্ত্রালঙ্কারাদি শোভা পায়না, সকল কাড়িয়া লইয়া দাসীর উপযুক্ত বেশধারণ করাও” ইহাতে দ্রৌপদী “আমাকে কেহ স্পর্শ করিওনা” এই কহিয়া আপন অঙ্গ হইতে সকল আভরণ ত্যাগ করিলেন। পরে দুষ্টেরা এক মলিন জীর্ণ বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করিতে বলাতে তিনি কহিলেন “আমি কুলাঙ্গনা, কি প্রকারে সভা মধ্যে বস্ত্র ত্যাগ করিব? মহারাজ! আমি রাজরাণী ভানুমতির দাসী সভা মধ্যে আমার এরূপ তিরস্কার শোভা পায়না” এইকথা শুনিয়া দুর্য্যো-ধন ক্রোধে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় হইয়া কহিল “কিরে পুংশ্চলি! দাসী হইয়া প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করিস্? তোর এত স্পর্দ্ধা, ওহে দুঃশাসন! ইহাকে বলপূর্ব্বক উলঙ্গ করিয়া ইহার দর্প চূর্ণ কর” সে পামরও আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই উঠিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্র ধারণ করিল।

বিকর্ণ। তৎকালে পঞ্চপাণ্ডব ও সভাস্থ অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ কি কেহই জীবিত ছিলেন না? দেবতারাও কি সেকালে নিদ্রিত ছিলেন? ধরাই বা কি প্রকারে এরূপ পাপিষ্ঠদিগের ভার বহন করিলেন? বিদীর্ণহইয়া যে, সকলকে এককালে গ্রাস করিলেননা এই চমৎকার! ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য কি সকলই মিথ্যা?

বিদুর। বাপু স্থির হও, শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ কর, ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখ। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিল, তখন বোধ হয় স্বভাবের নিজ ভাব পরিবর্ত্তন হইল, দিবাকর পূর্ণরাহুগ্রস্তের ন্যায় বিবর্ণ ও মন্দতেজ হইলেন, দশদিক্ অন্ধকার, সভার চতুস্পার্শ্বে শিবাগণ ঘোর রব করিতে লাগিল, সমস্তসভা হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। এমত সময়ে সভাতল হইতে নিবিড় অরণ্যানীমধ্যস্থ শার্দ্দূলগর্জ্জনের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর শব্দে লোক সকলকে স্তব্ধীভূত করিয়া বিস্ফূরিতাধর, বালার্ক-সদৃশ লোহিতলোচন কালান্তকমূর্ত্তি ভীমসেন সভাতল হইতে একলৌহ মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক এক লম্ফে দুর্য্যোধনের সমীপস্থ হইয়া একাঘাতেই

তাঁহার মস্তক চূর্ণ করে, এমত সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাহার হস্ত ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সভাতলে লইয়া গেলেন। ভীমসেন ক্রোধে, অভিমানে, ও দারুণ অপমানের প্রতিফল প্রদানে প্রতিহত হইয়া এককালে জ্ঞানশূন্য ও অধৈর্য্য হইয়া অর্জ্জুনের স্কন্ধ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদনকরত দ্রৌপদীরদিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "ভাই ঐ দেখ, দ্রৌপদীকে সভামধ্যে উলঙ্গ করে, আর আমি তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ; আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার প্রাণ যায়, আমি আর বৃথা ভুজভার বহন করিতে পারিনা, খড়্গ আনয়নপূর্ব্বক আমার ভুজদ্বয় ছেদন কর"।

বিকর্ণ। হা! যুধিষ্ঠির কেন উপযুক্ত প্রতিফলপ্রদানে ভীমকে নিবৃত্ত করিলেন?

বিদুর। রাজা যুধিষ্ঠির অঙ্গীকারপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমদিগ্বিভাগে, বিকশিত যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে—"

বিকর্ণ। তৎপরে দ্রৌপদীর কি দশা হইল বলুন।

বিদুর। তৎপরে যে অদ্ভুত ব্যাপার হইল শ্রবণ কর, দুঃশাসন বর্ব্বরের ন্যায় বলপূর্ব্বক বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, দ্রৌপদী ব্যাঘ্রমুখে কুরঙ্গিণীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন "রক্ষনাথ! রক্ষ রক্ষ! আমি সিংহবাহিনী শৃগালদ্বারা আমার তিরস্কার" বারবার এইরূপ কাতরোক্তি করাতে রাজা যুধিষ্ঠির সজল জলদের ন্যায় গম্ভীরস্বরে কহিলেন "ভদ্রে! দেখ, সিংহের এক্ষণে ক্ষমতাকি? ধর্ম্মরূপ, সত্যরূপ, সুবর্ণশৃঙ্খলেবদ্ধ রহিয়াছে, অতএব যিনি হংসকে শুক্লবর্ণ করিয়াছেন, যিনি শুককে হরিদ্বর্ণ করিয়াছেন, যিনি ময়ূরকে চিত্রিত করিয়াছেন, সর্ব্ব তাপহারক সর্ব্বদুঃখনিবারক, ধর্ম্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, পাপপুণ্যের স্রষ্টা, ভক্তবৎসল, সেই ভগবানকে স্মরণ কর" এইকথা শ্রবণমাত্র দ্রৌপদী নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ভগবচ্চরণা-

রবিন্দে মনোনিবেশ করিলেন, দুঃশাসনও বস্ত্রহরণ করিল, কিন্তু কি চমৎকার ব্যাপার, বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বস্ত্রহরণ করাতে উলঙ্গ না হইয়া তাঁহার দেহ অন্য বস্ত্রদ্বারা পূর্ব্ববৎ আচ্ছাদিত রহিল, দুঃশাসন সে বস্ত্র হরণ করাতে অন্য বস্ত্রদ্বারা দ্রৌপদীর শরীর পুনরাচ্ছাদিত হইল। এইরূপে পুনঃ২ যত বস্ত্র হরণ করে তত নূতন নূতন বস্ত্রে দ্রৌপদীর দেহ আবৃত হয়। এইরূপে স্তূপে২ নানাপ্রকার নানাবর্ণের বস্ত্র যে, কতই একত্র হইল, তাহার সংখ্যা নাই। কোথা হইতে যে বস্ত্র সকল আইসে, কে যোগায়, কেহই দেখেনা। দুঃশাসন বস্ত্র হরণ-শ্রমে এককালে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। সভাস্থ সকলে এপ্রকার অসম্ভব দৈবলীলা দৃষ্টি করিয়া স্তব্ধীভুত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। আর যে সকল নগরবাসীলোক সভাতলে উপস্থিত ছিল, তাহাদের ধন্য২ শব্দে গগণভেদ হইতে লাগিল, দ্রৌপদীকে একবার নয়ন-গোচর করিয়া মানব জন্মের সাফল্য করিবার আশয়ে তাহাদের পরস্পর সম্মর্দ্দে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। এমতকালে ভীমসেন সভাতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে লোক সকলকে স্তব্ধ করিয়া কহিলেন "সভাস্থ সকলে আমার বাক্যে মনঃসংযোগ কর, হে দেবতাগণ! তোমরাও শ্রবণকর ও সাক্ষীহও, রে গর্ভস্রাব ভারতকুলের পশু দুর্য্যোধন! তুইও শ্রবণ কর্, আমি এই জনসমাজে ধর্ম্মতঃপ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রকে আমি নিজহস্তে গদাঘাতে চূর্ণ করিব, গদাভিন্ন অন্য অস্ত্র ধারণ করিব না; আর এক২ করিয়া উনশত সহোদরকে অগ্রে বধ করিয়া উনশতবার দুর্য্যোধনের হৃদয় ভ্রাতৃশোকে জর্জ্জরীভুত করিয়া, সর্ব্বশেষে মিষ্টান্ন ভোজনের ন্যায় তাহাকে বিনষ্ট করিব। যদি এপ্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে নাপারি তবে, আমার ঊর্দ্ধাধঃসপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হইবে" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীম এরূপ ভয়ানক অট্টহাস্য করিল যে, সভাস্থ সকলে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলেন। এমতসময় অ-

ন্ধরাজ সভার সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার, বিশেষতঃ নিজকুলবধূর সভামধ্যে অপমান আর ধর্ম্মবলে তাহার মান-সম্ভ্রমের এরূপ আশ্চর্য্য দৈবরক্ষা শ্রবণে তাঁহার জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলনপ্রযুক্তই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে লইয়া অনেক প্রকার ধন্যবাদ করিয়া মধুর বচনে তাঁহাকে বিস্তর সান্ত্বনা করিলেন, আর দ্রৌপদীর বিনয়ে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বরপ্রার্থনা করিতে কহিলেন, বৃহস্পতি অপেক্ষা বুদ্ধিমতীকৃষ্ণা কৌশলক্রমে আপন স্বামিগণের স্বাধীনত্ব ও ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্য যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছেন। পাণ্ডবেরা মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, আমি দেখিয়া আসিয়াছি।

বৃষকেতুর প্রবেশ।

বিদুর। এই যে বৃষকেতু, কি হেঁ সভার সংবাদ কি?

বৃষকেতু। আর সংবাদ কি সকলি মঙ্গল! দুর্দ্দৈব যারে নষ্ট করে, তারে কে রক্ষা করিতে পারে? অন্ধ পুনরায় পাশক্রীড়ার অনুমতি করিয়াছে, রাজা যুধিষ্ঠিরও সম্মত হইয়াছেন।

বিদুর। হা! দুরাচার অন্ধ, বিধাতা কি তোর জ্ঞানচক্ষুও অন্ধ করিয়াছেন, আপন কুবুদ্ধিতেই আপনি বিনষ্ট হবি। তা এঘটনা কি প্রকারে উপস্থিত হইল? আমিত একপ্রকার সকল সামঞ্জস্য হইয়াছে, ও পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, দেখিয়া আসিয়াছি।

বৃষকেতু। হাঁ রাজা যুধিষ্ঠির সকল উদ্যোগ করিয়া কেবল ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিবেন, ইত্যবসরে দুর্য্যোধন, দুষ্টসরস্বতীর বরপুত্র শকুনিকে সঙ্গে লইয়া অন্ধের নিকট বিস্তর অনুযোগ করিয়া কহিল "এতকষ্টে প্রবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় শত্রুকে স্ববশে আনয়ন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে চপেটাঘাত করা, তক্ষকের মুণ্ড ত্যাগ করিয়া পুচ্ছে পদাঘাত করা, এ কিরূপ বিবেচনা। এ এক

প্রকার আত্মহত্যা করা মাত্র। যদি পাণ্ডবদিগকে মুক্ত করিবারই মানস ছিল তবে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করিবার পূর্ব্বেই কেন না করিলেন। এক্ষণে তাহারা দারুণ অপমানে জ্বলন্ত অগ্নিবৎ হইয়াছে। মহারাজ! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে রিক্তহস্তে পাণ্ডবদিগের পরাক্রমশক্তি স্মরণ হয় না? এক্ষণে তাহারা সশস্ত্রে, সসৈন্যে সজ্জীভূত হইয়া আসিলে কি রক্ষা আছে? কে তাহাদিগকে প্রবোধ দিবে? আশু প্রতিফল প্রদানে কে তাহাদিগকে বিরত রাখিবে? দ্রৌপদীর অপমান তো একপ্রকার মহাশয়ের অনুমত্যনুসারেই হইয়াছে। যখন আমি দ্রৌপদীকে সভায় আনিতে অনুমতি করি, মহাশয় আমাকে বারণ না করিয়া বরঞ্চ "আমার এস্থলে আর থাকা উপযুক্ত নয়" এই ইঙ্গিত করিয়া সভা হইতে উঠিয়া আসিলেন। এক্ষণে সচ্ছন্দে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াদিলেন, ইহাতে আমাকে বিনষ্ট করাই মহাশয়ের মানস। এতদপেক্ষা কেন জন্মমাত্র আমাকে বিষ প্রদান করেন নাই? এক্ষণে আমার বিনাশের মূল মহাশয়ই হইলেন। পুত্রহত্যার পাতক মহাশয়কেই ভোগ করিতে হইবে। আমি শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া শত্রুর মনে আনন্দ প্রদান অপেক্ষা আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" এইরূপে বিস্তর রোদন করাতে অন্ধ মোহান্ধ হইয়া কহিলেক "দুর্য্যোধন! বিগত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া বৃথা, অনুতাপ করিও না আর আমকেও তাপিত করিওনা। কি উপায়ে পাণ্ডব পুনরায় বন্দী হয় তাহার পরামর্শ কর।" শকুনি উত্তর করিল "উপায় স্থির করাই আছে, পুনরায় পাশক্রীড়ায় অনুমতি প্রদান করুন। মহাশয় আজ্ঞা করিলে যুধিষ্ঠির কখন অস্বীকার করিবেন না"। এই পরামর্শ অনুসারে অন্ধ পুনঃক্রীড়ার অনুমতি করিয়াছে, রাজা যুধিষ্ঠিরও স্বীকার করিয়াছেন। এবার ক্রীড়ার পণ এই যে পরাভূত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, আর এই অজ্ঞাত বৎসরমধ্যে প্রকাশ হইলে, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস। চলুন সভায় গিয়া দেখি আবার কি কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। [উভয়ের গমন।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা রাজপুরস্থ গৃহ।

(পঞ্চপাণ্ডব, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন,
শকুনি ইত্যাদি আসীন।)

ভীষ্ম। রাজাদিগের কাননবিহারের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির নিকটস্থ কোন রম্য উপবনে সপরিবারে বাস করুন। দাসদাসী, সৈন্য সামন্ত, ধনরত্ন হয় হস্তী রথ শিবিকাদি সঙ্গে গমন করুক। দ্বাদশবৎসর এইরূপে যাপন করিয়া পরে বৎসরেক অজ্ঞাত বাসানন্তর পুনরায় গৃহে আগমন করিবেন।

দুর্য্যোধন। মহাশয় যেরূপ অনুমতি করিতেছেন তাহাতে পণের নিয়ম ভঙ্গ হয়। যেহেতু—”

ভীষ্ম। তবে তোমার অভিমত কি? পাণ্ডবেরা কি জটা বল্‌কল ধারণ করিয়া বনে গমন করিবে?

দুর্য্যোধন। আজ্ঞা, তাহাতে অসঙ্গত কি? বরঞ্চ ইহাতেই যথার্থ পণের মর্ম্ম-রক্ষা ও সত্য প্রতিপালন হয়।

ভীষ্ম। কেন, যখন পণ করা হয় তখন কি বেশে, কি অবস্থায় বনে গমন করিতে হইবেক, তাহারতো কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবে—”

দুর্য্যোধন। হাঁ যথার্থ কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়নাই বটে, কিন্তু উভয় পক্ষে সকলেই মনে২ জানেন (এখন যিনি যাই বলুন) যে, বন-গমন পণের যথার্থ এই মর্ম্ম। এক্ষণে তাহাতে স্বতন্ত্র অর্থ সংলগ্ন করিয়া অন্যথাচরণ করা কেবল সত্যকে বঞ্চনা করামাত্র।

শকুনি। বাপু দুর্য্যোধন যথার্থ বলেছ। ইতিহাসে এবিষয়ের এক-বিশেষ দৃষ্টান্ত আছে। পূর্ব্বকালে কোন এক রাজা নিজ শত্রুর কোন এক দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দুর্গবাসীরা রাজার সহিত সম্মুখযুদ্ধে আপনাদিগকে অক্ষম জানিয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিল। রাজাও দুর্গবেষ্টন করিয়া দুর্গমধ্যে আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে নাপারে, এরূপ সতর্কে রহিলেন। কিছুদিন পরে দুর্গমধ্যে অন্নকষ্ট হওয়াতে দুর্গবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া রাজার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিলেক, যে যদ্যপি মহারাজ ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমাদের শিরশ্ছেদন করিবেন না, তবে আমরা এই দণ্ডেই দুর্গদ্বার অনর্গল করিয়া মহারাজের শরণ লই। রাজা এইকথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করিলেন যে, দুর্গবাসী এক প্রাণীরও মস্তকচ্ছেদন করিবেননা। দুর্গস্থ ব্যক্তিরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া দুর্গদ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র রাজা সকলকে ধৃত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হতভাগারা হা হতোস্মি করিয়া কহিল "মহারাজ একি? প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? না রাজার ধর্ম্ম?" রাজা উত্তর দিলেন "আমি কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম? আমিত কাহারও স্কন্ধ হইতে মস্তক বিয়োগ করিনাই।" রাজা যুধিষ্ঠিরের সসম্পদে বনবিহার করাও এইরূপে সত্যপালন করা হয়।

দুর্য্যোধন। মাতুল! অতি যোগ্য ইতিহাসই বলেছ। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া জটাবল্কলধারী হইতে হয়, বনে গমনের এই নিয়ম, পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। ত্রেতাবতারে রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে বনেগমনকালে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। যাহাহউক এ বিষয়ে আমার অধিক বলিবার বাসনা নাই। সত্যাভিমানী ধর্ম্মনামধারী যুধিষ্ঠিরের বিবেচনায় যাহাহয় তাহাই আমার স্বীকার।

সকলে। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনি তপস্বীর বেশ ধারণ করিবার পণতো করেন নাই—

যুধিষ্ঠির। মহাশয়েরা আমাদের প্রতি যে রূপ স্নেহ ও দয়া প্রকাশ ক-রিয়াছেন ইহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি ও অকপটে কৃতজ্ঞতা স্বী-কার করিতেছি। পণের বিষয় রাজা দুর্য্যোধন যে নিয়ম কহিতেছেন, আমার বিবেচনায় তাহাই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। আমরা তপস্বিবেশ ধা-রণ নাকরিলে সত্যচ্যুত হইব ধর্ম্মে পতিত হইব। অতএব আমরা এই দ-ণ্ডেই জটা, বল্‌কল ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে নিযুক্ত হই।

[দ্রৌপদীর সহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্থান।

বিদুর। (হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক) ধন্য! হে পুরুষসিংহ, তুমিই ধন্য! কুন্তীদেবী তোমার জননী, অতএব তিনিও ধন্য! তোমাকে ধারণ করে৷ বসুন্ধরা ধন্য। তোমার উদ্ভবে ভারতকুল ধন্য! হে ভীষ্ম! এরূপ পৌত্রে তুমি ধন্য! তুমি ভয়ানক প্রতিজ্ঞাপালন করো, উৎকট ব্রত ধা-রণ করো ভীষ্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু তোমার পৌত্র তোমা অপেক্ষা-ও উৎকট ও কঠোর সত্যপালন করিল। তুমি নিজপিতৃকার্য্য সাধনার্থ ব্রতচারী হইয়াছ, রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চককর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া শত্রুকার্য্য সাধন সত্ত্বেও সত্যের মহিমা রক্ষা করিয়াছেন।

ভীষ্ম। হে সুধীবর! তুমি যাহা কহিতেছ সত্য। রাজা যুধিষ্ঠির আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। জনপদে যে ইহাঁকে ধর্ম্ম নাম প্রদান করিয়াছে, তাহা সার্থক। এরূপ নরশ্রেষ্ঠেরা দেবতাদেরও পূজনীয় হন।

দুর্য্যোধন। (কর্ণের প্রতি) সখা, পাণ্ডবেরা বৃদ্ধদের নিকট বিল-ক্ষণ ধন্যবাদ লাভ করিতেছে।

কর্ণ। তাইতো, পাশাতে পরাভূত হইয়া উহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে হস্তী, অশ্ব, শকটাদি তো কিছুই নাই, এত ধন্যবাদ কি প্রকারে বহন করিয়া লইবেক।

দুর্য্যোধন। নাহয় দুই একখান শকট সঙ্গে দেওয়া যাউক। যাহউক

অন্যান্য সকলে ধন্যবাদ আহার করে প্রাণ ধারণ করিলেও করিতে পারে; কিন্তু ভীমের তো শুদ্ধ ধন্যবাদে উদরপূর্ত্তি হইবেনা। [উভয়ে হাস্য।

পাণ্ডবদিগের অপসবেশে প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। (সভাস্থ সকলের প্রতি) মহাশয়েরা এক্ষণে প্রসন্ন-চিত্তে আমাদিগকে বিদায় দিন। আর এবিষয়ে বিষণ্ণ হইবেন না।, সকল ধর্ম্মের মূল যে সত্য, অনন্ত অব্যয় পরব্রহ্মের স্বরূপ যে সত্য, তাহারই অনুরোধ রক্ষার্থে বনে গমন করিতেছি। আমি অকপটে বলিতেছি যে প্রথম ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষেকসময়াপেক্ষা ও এক্ষণে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইতেছে। আর দ্বাদশ বৎসরান্তে অজ্ঞাত বৎসর মধ্যে যদ্যপি প্রকাশিত হই, তবে এইরূপ হৃষ্টচিত্তে পুনরায় বনে গমন করিব। সত্য পথে পশ্চাৎপাদ কখনই হইবনা।

ভীষ্ম। সাধু! সাধু! হে যুধিষ্ঠির তুমিই ধন্য পুরুষ, তোমার জননীই যথার্থ সুতিনী, আর সকল স্ত্রীলোক নামমাত্র সুতিনী বস্তুতঃ বন্ধ্যা—

দুর্য্যোধন। সাধু যুধিষ্ঠির সাধু! উপযুক্ত অবস্থা সংঘটন নাহইলে মনুষ্যের যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশ পায়না। অতএব এ পাশক্রীড়াও ধন্য! যদুপলক্ষে তোমার এ লোকাতীত সত্যপরায়ণতা প্রকাশ হইল। এক্ষণে ধার্ম্মিক পুরুষমাত্রেরই এই প্রার্থনা করা উচিত যে তুমি অজ্ঞাতবৎসরমধ্যে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় বনে গমন কর, সত্যের গৌরব বৃদ্ধিকর, আর জনসমাজে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হও। আমরা নরাধম পাষণ্ড তোমার নশ্বর প্রপঞ্চ ইন্দ্রপ্রস্থ ভোগ করি। (হাস্য)

ভীম (অগ্রসর হইয়া) আমিও রাজাযুধিষ্ঠির হইতে সত্যপরায়ণতাতে ন্যূননই। আমিও সত্যরক্ষার্থে অতিহৃষ্টচিত্তে বনে গমন করিতেছি। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বৎসরান্তে অজ্ঞাত বৎসরমধ্যে যদি প্রকাশ হন, তবে পুনরায় বনেগমন করিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা করিবেন।

আমি এরূপ অনিশ্চিত ঘটনার উপর সত্যের মহিমা নির্ভর রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিনা; অতএব আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অজ্ঞাতবৎসর মধ্যে প্রকাশ হই বা না হই, ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্যই পুনরাগমনপূর্ব্বক গদাঘাতে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মস্তকচূর্ণ করিব। ইহার অন্যথা হয় তবে ভীমশব্দ যেন কাপুরুষত্ব ও মিথ্যার দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়?

দুঃশাসন। ভাল, আগেতো ফিরে আইস, পরে যাহা হয় তাহা করিও।

ভীম। হা! দুরাচার দ্বিপাদ পশু! আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর্ ও ত্রয়োদশ বৎসর সুখনিদ্রা হইতে বঞ্চিত হ। সভাস্থ সকলে শ্রবণ কর, এই পামর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছে, শৃগাল হইয়া সিংহদারা লঙ্ঘন করিয়াছে, ক্ষত্রিয়ের প্রাণে এরূপ দুঃসহ অপমান কখনই সহ্য হয়না। ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্যই সমরানল প্রজ্বলিত হইবে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সেই যুদ্ধে, কুরু পাণ্ডব উভয় সৈন্য সমক্ষে এই পাপিষ্ঠকে রণমধ্যে ধারণ করিয়া—দেখ আমার বজ্রসম দশন, দেখ, আমি এই নখদ্বারা সিংহ শার্দ্দুল প্রভৃতির বক্ষঃ বিদারণ করিয়াছি—আমি এই নখদ্বারা উহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া উহার যেরূপ পশুবৎ আচার সেইরূপে পশুবৎ বধ করিব। কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না, আর উহার হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া অপমানানলে দগ্ধ এই আমার হৃদয়, স্নিগ্ধ করিব।

কর্ণ। কর্ণনামে বীর বর্ত্তমান থাকিতে তো নয়।

অর্জ্জুন। অরে মূঢ় পরপিণ্ডজীবী কৌরবকিঙ্কর! তোর কালস্বরূপ আমাকে দর্শন কর। অরে সূতপুত্র! যদি সকুণ্ডল তোর মস্তক ধূলিসাৎ না করি, তবে গাণ্ডিব পরিত্যাগ করিব।

শকুনি। এইতো বটে, মহাবীর তুমি, আপার কি? কিন্তু বাবা যদি পুনরায় পাশক্রীড়া করি? সাবধান।

নকুল। কেন? আমি তোমার সঙ্গে পাশা খেলিব। যুদ্ধ ক্ষেত্র আমা-

য়ের কোষ্ঠ আর অস্ত্রগণ আমাদের পার্শ্ব হইবেক। অরে দুর্জ্জন! ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বাণাঘাতে তোরে বধ করিব না, তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা হস্তপদ নাসিকা কর্ণ ক্রমেঃ ছেদন পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ডাকৃতি করিয়া পরিশেষে বিনাশ করিব।

সহদেব। আমার কোন প্রতিজ্ঞা নাই, আমার সামান্য প্রতিজ্ঞা এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরব বা কুরুদলস্থ অস্ত্রধারী প্রাপ্তিমাত্রেই বধ করিব, দয়া মমতাদি সকল বিসর্জ্জন দিয়া, পরিহার প্রার্থনা করিলেও ক্ষমা করিব-না—”

দ্রৌপদী। এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। অদ্য আমি যেরূপ লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়াছি, বিধাতার সৃষ্টিতে কুত্রাপি কোন স্ত্রীলোক এরূপ হয় নাই। আমার এই আলুলায়িত কেশ দেখ। এই কেশ রাজস্যুয়যজ্ঞে সপ্ততীর্থ জলে অভিষিক্ত হইয়াছিল; কিন্তু অতি জঘন্য ঘৃণিত পশুদ্বারা ধৃত হইয়া অপবিত্র হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত ঐ পশুর শোণিতে এই কেশ পুনরভিষিক্ত হইয়া পবিত্র নাহয়; আর কুরুবংশীয় অঙ্গনাগণের পতিপুত্র শোকে আলুলায়িত কেশ দর্শন না করি, সেই পর্য্যন্ত ইহাকে রাখিব।

ম। সুন্দরি! অপমানে তোমার নীলনলিন নেত্রদ্বয় সজল ক্রোধে তোমার বিম্বোষ্ঠ বিস্ফুরিত ও গণ্ডদ্বয় ঈষৎ আরক্তে কি চমৎকার শোভাই হইয়াছে! এরূপ অপমানিত না এরূপ শোভা প্রকাশ হইতনা, তোমার লাবণ্যসিন্ধুমধ্যে যৌকি মনোহর! তুমি যথার্থ রাজভোগ্যা, তুমি কি নিমিত্তে এ দরিদ্র সঙ্গে বনে গমন করিতেছ? তোমার ইচ্ছা হয়তো তুমি সচ্ছন্দে রাণী হইয়া থাক, আমি তোমার প্রেমাধীন হইয়া দাসবৎ নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে সেবা করি। তোমার উপবেশন যোগ্যস্থান এই (নিজোক প্রদর্শন।)

ভীম। অরে গর্ব্বস্রাব অকাল কুষ্মাণ্ড! তুই দ্রৌপদীকে উরু করাইলি, রণক্ষেত্রে গদাঘাতে সেই উরু ভগ্ন করিয়া তোরে আর তুই রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া বারম্বার মদ গর্ব্বে করিতেছিস্, বামপদাঘাতে তোর মস্তক সহিত সেই মুকুট হাতে অন্যথা হয়, ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করিব।

[দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবদিগের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।